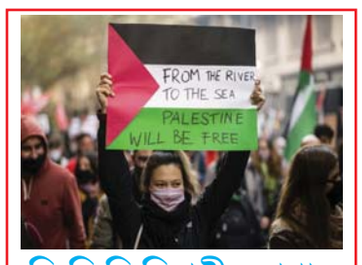

ফিলিস্তিনিপন্থী স্লোগান দেওয়ায় জার্মানিতে তরুণীকে জরিমানা

সারে-জমিন

ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে গণডেপুটেশন

রূপসী বাংলা

শেখ হাসিনা ভারতকে যে চরম উভয় সংকটে ফেলেছেন

সম্পাদকীয়

নৈতিকতা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

দাওয়াত

অলিম্পিক থেকে ভিনেশ বাতিল, উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৮ আগস্ট, ২০২৪
২৩ শ্রাবণ ১৪৩১
২ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 214 ■ Daily APONZONE ■ 8 August 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মন্ত্রিসভায় রদবদল রাজ্যে, নেই নয়া মুখ

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয় হওয়ার পর থেকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদলের জল্পনা শুরু হয়। সেই সঙ্গে প্রশ্ন ছিল মন্ত্রিসভার রদবদল হলে উপনির্বাচনে জয়ী চার বিধায়কের কেউ স্থান পাবেন কিনা। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার রদবদল হয়েছে তাতে নতুন কেউ স্থান না পেলেও দফতর বন্টনে অনেকেই বেশি দায়িত্ব পেয়েছেন।

উল্লেখ্য, মন্ত্রিসভায় রদবদল নিয়ে রাজ্য সরকারে প্রায় ১৫ দিন আগে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে অনুমতি জন্য পাঠানো হলেও তা মেলেনি। মঙ্গলবার তা মেলায় মন্ত্রিসভায় রদবদল করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

নবান্ন সূত্রে খবর, মন্ত্রিসভায় রদবদলের ফলে দায়িত্ব বাড়ানো হয়েছেরাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রোগ্রাম মনিটরিং, ভূমি-ভুমি রাজস্ব, উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন দফতরের দায়িত্ব। গুরুত্ব বেড়েছে ক্ষুদ্র ও সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ারও। মানস ভূঁইয়া পেলেন জলসম্পদ উন্নয়ন, সেচ এবং জলপথ পরিবহন দফতরের দায়িত্ব। গোলাম রব্বানিকে দেওয়া হয়েছে অপ্রচলিত শক্তি দফতরের দায়িত্ব। দায়িত্ব বাড়ল বাবুল সুপ্রিয়রও। এতদিন পর্যন্ত বাবুল সুপ্রিয়র হাতে ছিল শুধুমাত্র আইটি অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তি দফতর। এদিন এর পাশাপাশি তাঁকে দেওয়া হল শিল্প পুনর্গঠন দফতরের দায়িত্ব। মন্ত্রিত্ব হারানো অখিল গিরির কারা দফতরের দায়িত্ব নিজের হাতেই রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, প্রাক্তন কারামন্ত্রী অখিল গিরির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে আপাতত এই কারাদফতর মুখ্যমন্ত্রী নিজের কাছে থাকায় অখিল গিরির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি মুসলিম বুদ্ধিজীবী সংগঠনের

ওবিসি মামলায় কপিল সিব্বালের মতো আইনজীবী দেওয়া হোক সুপ্রিম কোর্টে

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি (তফসিলি জাতি ও উপজাতি ব্যতীত) আইনের অধীনে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা ৭৭টি সম্প্রদায়কে বাতিল ঘোষণা করা কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আর্জির শুনানিতে গত সোমবার সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নোটিশ জারি করে। মামলাটি উঠেছিল প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে যার মধ্যে রয়েছেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্র। বেঞ্চ রাজ্যকে ৭৭টি সম্প্রদায়কে ওবিসি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য অনুসৃত প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে একটি হলফনামা দাখিল করতে বলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। ওই হলফনামায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানাতে হবে সমীক্ষার প্রকৃতি ও ওবিসি হিসাবে মনোনীত ৭৭টি সম্প্রদায়ের তালিকায় সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের বিষয়ে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের সাথে পরামর্শের অভাব ছিল কিনা। এর পাশাপাশি, আদালত আরও জানতে চায়, ওবিসিগুলির উপ-শ্রেণি বিন্যাসের জন্য রাজ্য কোনও পরামর্শ করেছে কিনা এবং গবেষণার প্রকৃতি স্পষ্ট করে দিয়েছে কিনা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি

গুরুত্বপূর্ণ এই মামলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে মাত্র একজন আইনজীবীকে সওয়াল করতে দেখা যায়। তিনি হলেন ইন্দিরা জয়সিং। অথচ, ওবিসি বাতিলের পক্ষে মামলাকারীদের হয়ে বেশ কয়েকজন নামজাদা আইনজীবী সওয়াল করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মুকুল রোহতগি, বংশারি স্বরাজ, পিএস পাটওয়ালিয়া প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই গা ছাড়া ভাব নিয়ে রাজ্যের সংখ্যালঘু মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সংখ্যালঘু মহল থেকে ওঠা প্রশ্নে বলা হয়, কলকাতা হাইকোর্টে ওবিসি বাতিলের মামলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে কোনও প্রবীণ বা ভাল আইনজীবীকে সওয়াল না করায় ওবিসি বাতিলের পক্ষে রায় দেয় আদালত। এবার সুপ্রিম কোর্টেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার হেভিওয়েট আইনজীবী দাঁড় না করিয়ে সেই পথ অনুসরণ করছে বলে অভিযোগ করা হয়।

অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এসএসসি দুর্নীতি থেকে শুরু করে নানা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলায় কপিল সিব্বাল কিংব অভিষেক মুন সিংভির মতো জাঁদরেল আইনজীবীকে নিয়োগ করলেও ওবিসি মামলায় তা করা হচ্ছে না। এটা সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য বলে অভিযোগ তোলা হয়। এবার সেই দাবি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখল রাজ্যের মুসিলিম বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত সংগঠন 'প্রগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালও অফ বেঙ্গল' বা 'পিআইবি।'

▶ *এরপর আটের পাতায়*

বাংলাদেশে আজ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।বুধবার সেনা সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।

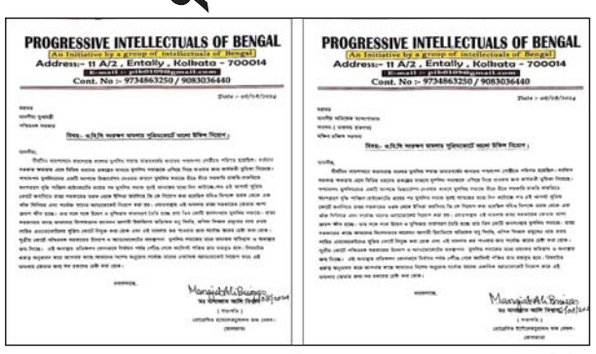

সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি ছাড়াও রাজনৈতিক দল ও ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সবার সম্মতিক্রমে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সেনাপ্রধান বলেন, 'ড. ইউনূস আগামীকাল দেশে আসবেন। আমি তাকে বিমানবন্দরে রিসিভ করব। আশা করি, বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হবে। দৈনিক কালের কণ্ঠ সূত্রে খবর, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদস্য সংখ্যা হতে পারে ১৫ জনের মতো। বুধবার ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে দুবাইগামী একটি ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি ঢাকায় পৌঁছবেন।

সংশোধনী বিলে ওয়াকফ বোর্ডে রাখতে হবে অমুসলিমকেও

আপনজন ডেস্ক: ওয়াকফ বোর্ড পরিচালনাকারী আইন সংশোধনের জন্য একটি বিলে বর্তমান আইনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডে মুসলিম মহিলা এবং অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা রয়েছে। ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের নাম পরিবর্তন করে ইউনিফায়েড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৯৫ করার কথাও বলা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ও কারণের বিবরণী অনুসারে, বিলে কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বোর্ডের ক্ষমতা সম্পর্কিত বর্তমান আইনের ৪০ ধারা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিলে বোহারা ও আগাখানিদের জন্য পৃথক আওকাফ বোর্ড গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। খসড়া আইনে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিয়া, সুন্নি, বোহরা, আগাখানি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করার কথা বলা হয়েছে। এই বিলে আরও বলা হয়েছে, কমপক্ষে পাঁচ বছর ধরে ইসলাম অনুশীলনকারী এবং এই জাতীয় সম্পত্তির মালিকানা রয়েছে এমন কোনও ব্যক্তি ওয়াকফকে ওয়াকফ হিসাবে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন। কেন্দ্রে দাবি, এর অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল একটি কেন্দ্রীয় পোর্টাল এবং ডাটাবেসের মাধ্যমে ওয়াকফের নিবন্ধকরণের পদ্ধতিটি সহজতর করা। কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ড করার আগে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ নোটিশ দিয়ে রাজস্ব আইন অনুসারে নামজারি করার জন্য একটি বিস্তারিত পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ একজন ওয়াকিফ (যে ব্যক্তি মুসলিম আইন দ্বারা ধর্মীয় বা দাতব্য হিসাবে স্বীকৃত যে কোনও উদ্দেশ্যে কোনও সম্পত্তি উত্সর্গ করে) দ্বারা 'আওকাফ' (দান করা এবং ওয়াকফ হিসাবে বিজ্ঞাপিত সম্পদ) নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আনা হয়েছিল। আইনটি সর্বশেষ ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয়েছিল। তবে, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ওয়াকফ সম্পত্তিতে অমুসলিম প্রতিনিধি রাখা হবে কেন, সেই প্রশ্ন উঠছে।

অপরদিকে, বুধবার কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা দাবি করেছেন যে ওয়াকফ (সংশোধন) বিলটি সংসদে পেশ করার পরে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠানো উচিত, যা সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের অন্তর্গত।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবস শান্তিনিকেতনে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্র তিরোধান দিবস। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকীতে বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি শান্তিনিকেতনও নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করছে প্রিয় কবির তিরোধান দিবস।
ভোর বেলায় বৈতালিক, বিশ্বভারতীর পড়ুয়া, অধ্যাপক, কর্মীরা সমবেত হয়ে রবীন্দ্র সংগীত গাইতে গাইতে আশ্রম পরিক্রমা করে। সকাল সাতটায় মন্দিরে বিশেষ উপাসনা। এরপর সমবেত পড়ুয়া, অধ্যাপক, কর্মী, রবীন্দ্রভবনের কবির বাসভবন উদয়নগৃহে কবির ব্যবহৃত চেয়ারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।
বিশ্বভারতীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবস উপলক্ষে প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও রবীন্দ্র সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। বিকালে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান রয়েছে। সারা সপ্তাহ ধরে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

দরজা ভেঙে চুরি সোনার গয়না, টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়ায়

আপনজন: গৃহস্থের বাড়ির দরজা ভেঙে চুরি হলো সোনার গয়না সহ নগদ টাকা। দু:সাহসিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকায়। ইয়াকুব আলি মন্ডল নামের এক ব্যক্তি জগৎবল্লভপুরের বড়দিপা আরবাদি এলাকায় নতুন বাড়ি করেছিলেন। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে কেউ বা কারা বাড়ির ছাদের ও ঘরের দরজা ভেঙে আলমারির চাবি খুলে সোনার গহনা ও নগদ কিছু টাকা চুরি করে পালায়। ইয়াকুব আলি তাঁর পুরনো বাড়িতে থাকতেন এবং নতুন বাড়িতে প্রতিদিনই যাওয়া আসা করতেন। এদিন সকালে প্রতিদিনের মতো এসে দেখেন বাড়ির দরজা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে এবং ভেতরে গিয়ে দেখেন রুমের ভিতরের আলমারি খোলা রয়েছে। চুরি গিয়েছে সর্বস্ব। জগৎবল্লভপুর থানার খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্বর্ণ দোকানে চুরি, ধৃত তিন

সেখ আবদুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: চন্ডীতলার মশাটে চিত্রা জুয়েলাসে ভয়ঙ্কর চুরির ঘটনার কিনারা হুগলী গ্রামীণ পুলিশের চন্ডীতলা থানা.
ভিন জেলা থেকে গ্রেপ্তার চার অভিযুক্ত এদের নামে হুগলি জেলার বাইরেও বেশ কিছু থানায় চুরির ঘটনার মামলা আছে সোনার দোকানে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুজনকে সনাক্ত করা হলেও পরবর্তীকালে ঘটনার তদন্তে নেমে চার অপরাধীকেই গ্রেফতার করে।। আজ তাদের নিয়ে আসা হয় হুগলি গ্রামীণ পুলিশের চন্ডীতলা থানায়। এ নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন এসডিপিও তমাল সরকার। ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর সোমদেব পাত্র এবং রথীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ একাধিক পুলিশ অফিসারেরা.

পেট্রাপোল স্থলবন্দরে আজ থেকে ফের শুরু আমদানি-রফতানি

এম মেহেদী সানি ● পেট্রাপোল

আপনজন: বাংলাদেশের অশান্তির পরিবেশের পরেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে পণ্য পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে সোমবারের পর বুধবারও নতুন করে পণ্য পরিবহণ না হলেও বৃহস্পতিবার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি। বুধবার এব্যাপারে একটি সম্মিলিত বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম স্থলবন্দর পেট্রাপোলের গেট এ দিনও পণ্য পরিবহণের জন্য বন্ধই রইল। তবে এদিন হাতেগোনা কয়েকজনকে পেট্রাপোল সীমান্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করতে দেখা যায়। অপর দিকে, ভারতে থাকা বাংলাদেশী নাগরিকদের বেশ কয়েকজন এদিন পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ফিরলেন নিজের দেশে। যদিও জানা গিয়েছে, ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াতকারী আন্তর্জাতিক বাস কলকাতা থেকে পেট্রাপোল বন্দর পর্যন্ত বাংলাদেশী প্যাসেঞ্জার নিয়ে গেলেও, বাংলাদেশে যেতে পারেনি। ফলে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয় সীমান্তে।
গত বেশ কয়েকদিন অচল অবস্থার কারণে সমস্যায় পড়েছেন মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অটো চালক, বেসরকারি বাস কর্মচারী, কুলি থেকে শুরু করে পেট্রাপোলের দিনমজুর শ্রমিকরা। আগে বাংলাদেশের টাকার মূল্য ছিল ৮০ থেকে ৯০ টাকা পর্যন্ত। বর্তমানে সেটি ৪০ থেকে ৬০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। সীমান্তের মুদ্রা বিনিময়ে কাউন্টার গুলি একেবারেই ফাঁকা। যাত্রী পারাপার না হওয়ায় বাস পরিষেবাও বন্ধের মুখে। একইসঙ্গে ভোগান্তিতে কুলিরাও। তাঁদের বক্তব্য, অভাবের সংসার তার মধ্যে এই অবস্থা। ১৫ দিন ধরে বসে আছি। আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে হয় আন্তর্জাতিক যাত্রীদের উপর। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানান, বেনাপোল বন্দরে পণ্য নিয়ে ৭২৪টি ভারতীয় ট্রাক আটকে আছে। যে ট্রাকগুলি আটকে আছে সেগুলিকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এদিন। তবে, নতুন করে পণ্য পরিবহণ শুরু হয়নি। আগামী এক-দু'দিনের মধ্যে পণ্য পরিবহণ শুরু হতে পারে বলে আশা করছেন তাঁরা।' জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতের পণ্যবোঝাই ট্রাক তাদের পণ্য নিয়ে বাংলাদেশের বেনাপোলে প্রবেশ করবে। একইভাবে বাংলাদেশ থেকেও পেট্রাপোল সীমান্তে আসবে বাংলাদেশের পণ্য বোঝাই ট্রাক।

অশ্লীল ভাষায় পঞ্চায়েত সদস্যাকে গালিগালাজে অভিযুক্ত প্রধান!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: গ্রাম পঞ্চায়েতের এক মহিলা সদস্যা কে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাবে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের জলঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান সামীম আহমেদ রেন্টুর বিরুদ্ধে। ঘটনায় জলঙ্গী থানায় ও বিডিও অফিসে অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রধানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা রেশমা বিবি। এদিন রেশমা বিবি জানান, জলঙ্গি ব্লক অফিসে ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বারদের নিয়ে ট্রেনিং চলছিল সেই ট্রেনিং শেষ করে পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে গেলে অশ্লীন ভাষায় আক্রমন করতে থাকেন,এমনকি ওই মহিলা সদস্যা কে ছাড়া পঞ্চায়েত চলবে পাশাপাশি তাকে ও তার স্বামীকে দেখে নেওয়ার হুশিয়ারি দেন প্রধান বলে জানান রেশমা বিবি,নিরাপত্তার অভাবে তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয় বলেও জানান এদিন।
যদিও ঘটনার কথা অস্বীকার করে তৃণমূলের প্রধান সামীম আহমেদ রেন্টু বলেন সব মিথ্যা অভিযোগ ,রাজনৈতিক ভাবে আমাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করছে।যিনি অভিযোগ করছেন তিনি আমাদের পরিবারের সদস্য,তিনি কংগ্রেসের মেম্বার তাই কারো কথায় এই ভাবে অভিযোগ করছেন।

৫১ জন উমরাহযাত্রীকে শুভেচ্ছা এডিএমের

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুর থানার অন্তর্গত ভাকুড়ি জুম্মা মসজিদ প্রাঙ্গণে বুধবার সময় বেলা ১২ টায় পার্শ্ববর্তী জেলা বীরভূম ,মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আগত ৫১জন উমরাহ যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানালেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক শামসুর রহমান।
উপস্থিত ছিলেন রহমান টুর এন্ড ট্রাভেলসের সম্পাদক হাফেজ মাফিকুর রহমান ভাকুড়ি জুম্মা মসজিদের ইমাম, অল ইন্ডিয়া ইমাম মোয়াজিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানিজেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক। এক উমরাহ যাত্রী জানান, ইসলাম শান্তির কথা বলে হিংসা নয়, কোন ধর্মই হিংসার কথা বলে না। ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দোয়া প্রার্থনা, সমস্ত মানুষের মঙ্গল কামনার জন্য দোয়া প্রার্থনা করব। পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশে যেন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করব। রহমান টুর এন্ড ট্রাভেলসের সম্পাদক হাফিজ মাফিকুর রহমান জানালেন সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে কাব্বা শরীফ ও মক্কা শরীফ উদ্যেশে পাড়ি দিলেন ৫১ জন উমরাহ যাত্রী ২৫ দিনের জন্য। ফিরবের ২৭ তারিখ।

ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের বিরুদ্ধে বহরমপুরে গণডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের প্রতিবাদে বুধবার এক গণডেপুটেশনের ডাক দেয় মুর্শিদাবাদের 'ওবিসি সংরক্ষণ অধিকার রক্ষা মঞ্চ।'
এদিন বহরমপুর শহরের টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে গণ জমায়েতের আয়োজন করা হয়। তারপর মিছিল করে জেলাশাসকের দফতরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ওবিসি সংরক্ষণ মঞ্চের পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের কাছে ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের বিরুদ্ধে এবং সুপ্রিম কোর্টে স্থগিত আদেশ দেয়ার জন্য ও রাজ্য সরকারকে যথাযথ ভূমিকা পালনের দাবিতে দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়। জেলাশাসকের প্রতিনিধিকে গণ ডেপুটেশনের স্মারক লিপি তুলে দেয় ওবিসি সংরক্ষণ মঞ্চের এক প্রতিনিধি দল। ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন আব্দুস সালাম, রাহুল চক্রবর্তী, মোঃ আজমল হক, তায়েদুল ইসলাম ও শেখ মফেজুল। স্মারকলিপিতে যে সব দাবি তোলা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল:ক্লাস নাইনের রেজিস্ট্রেশনের পোর্টালে ওবিসি-এ, ওবিসি-বি, সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইব সমস্ত বিভাগই রাখা হোক। কোনভাবেই শুধুমাত্র ওবিসি বিভাগ রেখে রেজিস্ট্রেশন করানো যাবে না। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়সহ কলেজগুলোতে উচ্চশিক্ষার জন্য আগত কোন ছাত্রই যেন ভর্তি বা স্কলারশিপ থেকে ওবিসি শংসাপত্র সংক্রান্ত হাইকোর্টের এই ক্ষতিকারক রায়ের প্রভাবে বঞ্চিত না হয়। জেলাভিত্তিক সরকারি চাকরিতে ওবিসি শংসাপত্র সংক্রান্ত হাইকোর্টের এই ক্ষতিকারক রায়ের প্রভাবে কোন যুবক-যুবতী যেন বয়সের ছাড় পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ওবিসি সংক্রান্ত কেসের ক্ষেত্রে 'স্টে অর্ডার' পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার যেন সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকে এবং সাওয়াল জবাবের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ সেরা উকিল নিয়োগ করে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনে ওবিসি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন কোনভাবেই হাইকোর্টের ওবিসি সংক্রান্ত এই ক্ষতিকারক রায়ের প্রভাব না পড়ে।
উক্ত দাবিগুলি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

সামশেরগঞ্জের কলেজ পড়ুয়ার মৃত্যু হল ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জ্বরের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তির তিনদিনের মাথায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রের। তরতাজা যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের মধ্য চাচন্ড গ্রামে। মৃত ওই ছাত্রের নাম সোহেল রানা (১৯)। সে সুতির অরঙ্গাবাদ ডিএন কলেজের প্রথম বর্ষে পড়াশুনা করতো বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার রাতে জঙ্গিপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই কলেজ ছাত্রের। সোহেল রানার মৃত্যুতে কার্যত শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। কলেজ ছাত্রের মৃত্যুর পাশাপাশি এলাকায় আরো ছয়জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন বলেই স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই এলাকায় স্প্রে করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শুরু করেছে প্রশাসন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন সোহেল রানা নামে ওই কলেজ ছাত্র। তারপর কয়েকদিন আগেই একটি বেসরকারি ল্যাবে রক্ত পরীক্ষা করান। সেখানেই ডেঙ্গু ধরা পড়ে তার। তড়িঘড়ি তাকে সুতির মহেশাইল গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের দাবি, মঙ্গলবার দুপুরের দিকে শরীরের উন্নতি হলেও তারপরেই আবার শরীর অবনতি হওয়ায় তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উমরপুর তালাই মোড় সংলগ্ন বেসরকারি নার্সিংহোমে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ মৃত্যু হয় সোহেল রানা নামে ওই কলেজ ছাত্রের। মাত্র ১৯ বছর বয়সে গ্রামের তরতাজা যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মধ্য চাচন্ড গ্রামে। এদিকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে যুবকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সামশেরগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর। এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার পাশাপাশি ডেঙ্গু নিরসনে যাবতীয় পদক্ষেপ শুরু করা হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে সচেতনতাও।

বাঁধের গার্ড ওয়াল ভেঙে জল বের করতে পুলিশ বাধা দেওয়ায় বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ঐতিহাসিক লালবাঁধের জলে ডুবে হেক্টরের পর হেক্টর কৃষিজমি, বাঁধের গার্ড ওয়াল ভেঙে জল বের করতে গেলে পুলিশের বাধা, পুলিশকে ঘিরে ব্যপক বিক্ষোভ চাষীদের ।পরিকল্পনার ভুলে ঐতিহাসিক লালবাঁধের জলে ডুবে গেছে হেক্টরের পর হেক্টর কৃষিজমি। ডুবে যাওয়া কৃষিজমির জল বের করার উদ্যেশ্যে আজ বাঁধের গার্ড ওয়াল ভাঙার চেষ্টা করেন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। এরপরই পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা।
বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের ঐতিহাসিক লালবাঁধ সংস্কার করার পর কিছুদিন আগে মাছ চাষের জন্য ওই দিঘি লিজে দেওয়া হয়। দিঘির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে মাছ চাষী দিঘির জল বের হওয়ার রাস্তায় তিন ফুট উঁচু করে গার্ড ওয়াল নির্মাণ করান। সম্প্রতি অতি বৃষ্টির জেরে লালবাঁধের জলস্তর বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। আর তাতেই লালবাঁধ লাগোয়া হেক্টরের পর হেক্টর জমি লালবাঁধের জলে ডুবে যায়। জলে ডুবে থাকা জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আজ সকালে স্থানীয় চৌকান ও দক্ষিণ মগরা গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা গাঁইতি কোদাল নিয়ে লালবাঁধের জল বের হওয়ার নিকাশী নালার মুখে নব নির্মীত গার্ড ওয়াল ভাঙতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই পুলিশকে ঘিরে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা। বিক্ষোভকারীদের দাবী শতকের পর শতক ধরে লালবাঁধের অতিরিক্ত জল দিঘির নিকাশি নালা দিয়ে বেরিয়ে সরাসরি নদীতে চলে যেত। এর ফলে কোনোদিনই লালবাঁধের পার্শ্ববর্তী এলাকায় জল ঢোকেনি। সম্প্রতি দিঘির মাছচাষী দিঘির নিকাশি নালার মুখে তিন ফুট উঁচু গার্ড ওয়াল তৈরী করান। তার উপর নেট দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। একদিকে গার্ড ওয়াল অন্যদিকে গার্ড ওয়ালের উপরে থাকা নেটে কচুরি পানা আটকে গিয়ে দিঘির জল নিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। আর তাতেই দিঘির জলে হেক্টরের পর হেক্টর জমির ফসল নষ্টের পাশাপাশি দিঘি তীরবর্তী গ্রামে জল ঢোকার আশঙ্কা তৈরী হয়েছে। অবিলম্বে প্রশাসন ওই গার্ড ওয়াল ভেঙে দিঘির বাড়তি জল বের করার ব্যবস্থা না করলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

আলমারির তালা ভেঙে চুরি স্কুলে, তদন্তে পুলিশ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● নরেন্দ্রপুর

আপনজন: রাতের অন্ধকারে স্কুলে ঢুকে একাধিক আলমারির তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা স্কুল জুড়ে। ঘটনা টি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানার বোড়াল ঋষি রাজনারায়ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। স্কুলে কর্তৃপক্ষের অনুমান প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চুরি হতে পারে। ব্যাংক থেকে মিড ডে মিলের জন্য টাকা তোলা হয়েছিল, সেই টাকা এবং স্কুল ফান্ডের টাকা ও সেখানে ছিল, সেই টাকাও নিয়ে চলে যায় তারা। অভিযোগ বুধবার সকালে স্কুলে এসে টিচার রুমে ঢুকে তারা দেখতে পান ' চারটে আলমারি ভেঙে তছনছ করা হয়েছে। সেখানে কিছু না পেয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ড্রয়ার ভাঙ্গা হয়, সেখানেও কিছু না পেয়ে পাশেই প্রধান শিক্ষিকার রুমে দরজার তালা ভেঙে ভেতরে গিয়ে আলমারির লক ভেঙে সেখান থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। সেই ঘরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক ভেঙে দেওয়া হয়। তার কারণে কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। সম্প্রতি এর আগেও একাধিক চুরির ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায়। এবার আবারও চুরির ঘটনা ঘটল বোড়াল ঋষি রাজনারায়ণ গার্লস হাইস্কুলে।

ক্রেতা সুরক্ষা সচেতনতা শিবির স্কুলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ ক্রেতা উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের বীরভূম আঞ্চলিক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে ও সিউড়ি প্রগ্রেসিভ এন্ড মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে জেলার দুটি বিদ্যালয়ে পৃথক পৃথকভাবে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান দুটি আয়োজিত হয় পেটেলনগর বালিকা বিদ্যালয় এবং ডাঃ সুধা কৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে। আলোচ্যসূচি হিসেবে দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কেনাকাটার উপর বিল বা রসিদ অবশ্যই নেওয়া। প্রতিটি জিনিসপত্র কেনাকাটার সময় সরকারের প্রদত্ত লোগো দেখা। ওজন,জিনিস বা দ্রব্যাদি তৈরির তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ দেখা। বাড়ি বাড়ি গ্যাস দেওয়ার ক্ষেত্রেও গ্যাস সিলিন্ডারের ওজন পরখ করা যাহা গ্যাস সিলিন্ডারের গায়েই লেখা থাকে ওজনের পরিমাণ। এদিন সচেতনতা শিবিরে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক অফিসার অর্ঘ্য মন্ডল, সিউড়ি প্রগ্রেসিভ এন্ড মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক মহম্মদ রফিক, মেহের খাতুনসহ শিক্ষক শিক্ষিকাগণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৬ লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ে দুষ্কৃতিদের গুলি

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: ডালখোলা থেকে করণদিঘি বিকৌর যাওয়ার পথে ধান ও ভুট্টা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায়ী মনোজ আগরওয়াল নগদ ৬ লক্ষ টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই দুষ্কৃতরা তার ওপর হামলা চালায় এবং গুলি করে। এই ঘটনা এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তবে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অভিযুক্ত তিন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা হল রঞ্জিত কুমার বাবলু, বয়স ২৪, বাড়ি ভবানীপুর, বিহার; তাপস সরকার, বয়স ২৪, জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা; এবং ফাইজাল আলম, বয়স ১৯, চাকুলিয়া থানার অধিবাসী। এই ঘটনা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। পুলিশ প্রশাসন আশ্বস্ত করেছে যে, দুষ্কৃতদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর আরও কড়া নজরদারি রাখা হবে। মনোজ আগরওয়াল এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এবং তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

৫ দফা দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ এপিডিআরের

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: জীবন-জীবিকার টানে সুন্দরবন জঙ্গলে মাছ-কাঁকড়া ধরতে যেতে হয় হাজার হাজার মৎস্যজীবিদের কে। অভিযোগ বনদফতরের কর্মীদের হাতে অনেক সময় তাদের লাঞ্ছনা সইতে হয়।এবার মৎস্য জীবিদের সুরক্ষা দিতে আন্দোলনে নামলো গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি(এপিডিআর)।বুধবার দুপুরে বিশাল মিছিল করে ক্যানিংয়ের সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। পরে ৫ দফা দাবী সম্মিলিত একটি স্মারক লিপি দফতরের আধিকারীকদের নিকট জমা দেওয়া হয় এপিডিআর এর পক্ষ থেকে। এদিন আন্দোলনরত হাজার হাজার মৎস্যজীবিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এপিডিআর এর রাজ্য সভাপতি সোমনাথ বসু,জেলা সহ-সম্পাদক মিঠুন মন্ডল,জেলা সদস্য রনজিত সাহা,সমাজসেবী সিরাজ খান সহ অন্যান্যরা। আন্দোলন ও স্মারকলিপি জমা প্রসঙ্গে এপিডিআর এর জেলা সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল জানিয়েছে, 'গত ১১ জুলাই কুলতলির মৎসজীবি আবুর আলি মোল্লা বিএলসি পাস সহ ছয় জন সঙ্গী নিয়ে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে গিয়েছিলেন। রাতে ঘুমের মধ্যে বাঘ আক্রমণ করে এবং আবুর আলিকে তুলে নিয়ে যায়। বনদপ্তরকে জানানো হলেও তাঁরা কোন গা করেননি। পরবর্তী কালে একাধিক বার বনদপ্তরকে অনুরোধ করা হলে একসপ্তাহ পর ১৮ জুলাই নিখোঁজ মৎস্যজীবির পরিবার ও সঙ্গীদের নিয়ে বনকর্মীরা তথ্যানুসন্ধানে যায়। কিন্তু স ঘটনাস্থলে না নেমেই ফিরে আসেন। এখনও কোন তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়নি। আবুরআলির গোটা গ্রাম এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। মৃতদেহ না পেলে বা বাঘের আক্রমনে মারা গেছে সরকারি ভাবে এই রিপোর্ট না পেলে কী হবে আবুরআলির পরিবারের? তাঁর বৃদ্ধ পিতা, স্ত্রী ও তিন নাবালক সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে গোটা গ্রাম উদ্বিগ্ন। আমরা চাই বনদপ্তর যত দ্রুত সম্ভব এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক।

ডেপুটেশন দিতে এসে তৃণমূল-বিজেপি বচসা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আলিপুরদুয়ার

আপনজন: তৃণমূল কর্মীরা ডেপুটেশন দিতে এসে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি। চখোয়াখেতি অঞ্চলে অফিস ডেপুটেশন দিতে এসে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। আলিপুরদুয়ার জেলার এক নাম্বার ব্লকের চখোয়াখেতি গ্রামপঞ্চায়েত অফিস মঙ্গলবার বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন দিতে আসছে তৃণমূল কর্মীরা এসে প্রধানের ঘরে হুহু করে ঢুকে পড়ে তৃণমূল কর্মীরা। তবে প্রধান কম সংখ্য লোক ঢুকতে বলেন তাঁদের বেশি লোক ঢুকতে বাধা দেন। এর পরে বিজেপি প্রধান পূর্ণিমা কার্যীর সাথে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কর্মীরা। মহিলা প্রধানকে তাঁর অফিস থেকে বের করে দেওয়ার কথা বলেন এবং হল ঘরে আলোচনা করতে বলেন তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি শ্যামল রায় । পরবর্তীতে বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যরা বের করতে বাধা দেন। সেই সময় বিজেপি সদস্যদের ধাক্কা দেয় বলে অভিযোগ।

প্রথম নজর

নেপালে হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে পাইলটসহ পাঁচ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: মধ্য নেপালে হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে পাইলট ও চার আরোহীসহ সবার মৃত্যু হয়েছে। আরোহীরা চারজনই চীনা নাগরিক। এএফপি বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এয়ার ডাইনেস্টি হেলিকপ্টারটি রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে সায়াব্রুবেসির দিকে যাচ্ছিল। জায়গাটি পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় বেশ কয়েকটি ট্র্যাকিং রুটের সূচনা পয়েন্ট বলে পরিচিত।
নেপালের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, উড্ডয়নের তিন মিনিট পরেই হেলিকপ্টারটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে সেটি রাজধানীর উত্তরে নুওয়াকোট জেলায় বিধ্বস্ত হয়। উদ্ধারের জন্য দুর্ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিক আরেকটি হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে।
বিমান চলাচলের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নেপালের একটি দুঃখজনক ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে এবং হিমালয় প্রজাতন্ত্র কয়েক দশক ধরে মারাত্মক হালকা বিমান এবং হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার ঘটনা দেখেছে। পুলিশের মুখপাত্র ড্যান বাহাদুর কারকি এএফপিকে বলেছেন, পাইলটসহ আরোহী পাঁচজনের সবাই মারা গেছেন। নুওয়াকোট জেলা আধিকারিক রাম কৃষ্ণ অধিকারী জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি দুর্ঘটনাস্থল থেকে বলেন, ‘হেলিকপ্টারটি পাহাড়ের ঢালের একটি জঙ্গলে বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে আমরা এখনো এর কারণ বা কীভাবে এটি ঘটেছে তা জানি না।’
অধিকারী আরো বলেন, স্থানীয়রা তাকে দুর্ঘটনা ও ঘটনাস্থলে আগুনের বিষয়ে জানানোর পর তিনি সেখানে পুলিশ ও সেনা সদস্যদের পাঠিয়েছেন। এএফপির তথ্য মতে, পাহাড়-পর্বতে বেষ্টিত নেপাল আকাশপথে চলাচলের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তার ওপর রয়েছে দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণ, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অভিযোগ। এসব কারণে দেশটিতে প্রায়ই প্রাণঘাতী প্লেন ও হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এর আগে ২৪ জুলাই কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি প্লেন দুর্ঘটনায় ১৯ আরোহীর মধ্যে ১৮ জনই নিহত হন। বেঁচে যান কেবল পাইলট। ওই ঘটনার দুই সপ্তাহ যেতে না যেতেই আবারো আকাশ দুর্ঘটনার কবলে পড়লো দক্ষিণ এশিয়ার দেশটি। ২০২৩ সালে নেপালে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে একটি মেক্সিকান পরিবারের পাঁচ সদস্যসহ ছয়জন নিহত হন। ২০১৯ সালে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান দেশটির তৎকালীন পর্যটনমন্ত্রী রবীন্দ্র অধিকারী।

হামাসের নতুন প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার

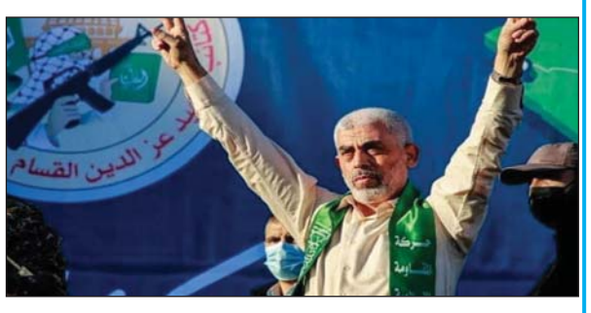

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর নতুন প্রধান হিসেবে ইয়াহিয়া সিনওয়ারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে হামাস বলেছে, ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস কমান্ডার ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে এই আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছে। তিনি শহিদ কমান্ডার ইসমাইল হানিয়াহের স্থলাভিষিক্ত হলেন। প্রসঙ্গত, গত ৩১ জুলাই ইরানের তেহরানে হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়ার বাসভবনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হলে নিহত হন তিনি। এজন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে কঠোর জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে ইরান, হিজবুল্লাহ ও হামাস। যদিও এই হামলার দায় স্বীকার কিংবা অস্বীকার করেনি তেল আবিব। হানিয়া নিহত হওয়ার পর থেকেই হামাস প্রধানের পদটি খালি ছিল। এতদিন এই পদে বিভিন্ন জনের নাম শোনা গেলেও এখন ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে বেছে নিলেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

ফিলিস্তিনিপন্থী স্লোগান দেওয়ায় জার্মানিতে তরুণীকে জরিমানা

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির রাজধানী বার্লিনে একটি প্রতিবাদ সমাবেশে ‘নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত, ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে’ বলায় এক তরুণীকে ৬০০ ইউরো জরিমানা করেছে সেখানকার একটি আদালত।
মঙ্গলবার (৭ আগস্ট) আদালতের এক মুখপাত্র জানান, গত বছরের ১১ অক্টোবর বার্লিনের নিউকোয়েলন জেলায় একটি নিষিদ্ধ সমাবেশে স্লোগানটি ব্যবহার করার জন্য এভা এম নামের ২২ বছর বয়সী এই তরুণীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।
আদালত উপসংহারে পৌঁছেছে, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর এই স্লোগান ব্যবহারের অর্থ হলো ‘শুধু ইসরায়েলের অস্তিত্বের অধিকার অস্বীকার করা ও আক্রমণের সমর্থন।’
জার্মানিতে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে নভেম্বরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেজার এই স্লোগানকে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন। তবে নিষেধাজ্ঞাটি আইনিভাবে বিতর্কিত এবং জার্মানির বিভিন্ন অংশের আদালত এর সঙ্গে জড়িত মামলাগুলোর ওপর বিভিন্ন রায় দিয়েছেন, অনেকে একে অনুমতিযোগ্য বলে মনে করেছেন।
বার্লিনে ওই তরুণীর প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী আলেকজান্ডার গোর্স্কি বলেন, এটি ছিল ‘মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য একটি অন্ধকার দিন। আমার মক্কেল শুধু এই অঞ্চলের সব মানুষের জন্য গণতান্ত্রিক সহাবস্থানের ভবিষ্যতের জন্য তার আশা প্রকাশ করতে চেয়েছিল।’ তার মক্কেল এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করবেন বলেও জানান তিনি।

ফের শ্রীলংকার রাজনীতিতে ফিরছে রাজাপাকশে পরিবার

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলংকার রাজনীতিতে আবারও ফিরে আসছে দুই বছর আগে ব্যাপক জনবিক্ষোভের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া রাজাপাকশে পরিবার। আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দেশটির বৃহত্তম রাজনৈতিক দল শ্রীলংকা পদুজানা পেরুমনার (এসএলপিপি) প্রার্থী হচ্ছেন নামাল রাজাপাকশে। ৩৮ বছর বয়সী নামাল রাজাপাকশে দেশটির ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকশের ছেলে। মাহিন্দা একসময় শ্রীলংকার প্রেসিডেন্টও ছিলেন। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় শ্রীলংকার রাজনীতিতে অধিপত্য করেছে রাজাপাকশে পরিবার। চলতি শতকের শুরুর দিকে দেশটির তামিল বিদ্রোহীদের দমনে নেতৃত্ব দেওয়ার সুবাদেই শ্রীলংকার রাজনীতিতে এই পরিবারের আধিপত্য সৃষ্টি হয়।
২০১৯ সালের নির্বাচনে এসএলপিপির জয়ের পর দেশটির প্রেসিডেন্ট হন গোতাবায়া রাজাপাকশে এবং প্রধানমন্ত্রী হন তার বড়ভাই মাহিন্দা রাজাপাকশে। তাদের আরো দুই ভাই মন্ত্রিসভায় ছিলেন। তবে করোনা মহামারির সময় সরকারি তহবিলের অব্যবস্থাপনার জেরে ডলারের মজুত তলানিতে ঠেকে যাওয়ায় নজিরবিহীন অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে শ্রীলংকা। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে খাদ্য, জ্বালানি, ওষুধ আমদানির মতো অর্থও ছিল না দেশটির। এই সংকটের জন্য এসএলপিপি এবং রাজাপাকশে পরিবারকে দায়ী করে সরকার পতন আন্দোলন শুরু করে দেশটির জনগণ। এক পর্যায়ে সাধারণ জনগণের চরম বিক্ষোভের মুখে ২০২২ সালের জুলাই মাসে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালান গোতাবায়া। তার আগে পদত্যাগ করেন মাহিন্দা এবং তার দুই ভাই।
দেশ থেকে পালানোর আগে রনিল বিক্রমাসিংহেকে নতুন প্রেসিডেন্ট করে যান গোতাবায়া। আর সরকার পতন হলেও সংসদ না ভাঙায় এসএলপিপির এমপিরা রনিলকে সমর্থন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর গোতাবায়া সরকারের সাংবিধানিক মেয়াদের বাকি ২ বছর পূর্ণ করেন রনিল। তার গত দুই বছরের নেতৃত্বে এরই মধ্যে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে শ্রীলংকার অর্থনীতি।
বিক্রমাসিংহের নিজের রাজনৈতিক দলের নাম ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (ইউএনপি)। ছোট এই দলটি শ্রীলংকায় তেমন জনপ্রিয় নয়। বর্তমান পার্লামেন্টে এই দলের একজনমাত্র এমপি রয়েছেন, তিনি রনিল। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেছে শ্রীলংকার নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনে রনিলও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তবে কয়েকদিন আগে এসএলপিপি জানিয়েছে এবারের নির্বাচনে তারা রনিলকে সমর্থন করবেন না, বরং নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করবে। সেই অনুযায়ী নামাল রাজাপাকশেকে আগামী নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করেছে এসএলপিপি।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব নিতে ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশে রওনা দিয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তাকে বিশেষ নিরাপত্তা দিয়েছে ফ্রান্সের বিশেষ বাহিনী।

ব্রিটেনে দাঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৬ হাজার পুলিশ মোতায়েন

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে নতুন করে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ৬ হাজার পুলিশ সদস্যকে মোতায়েন করেছে দেশটির সরকার। ইংল্যান্ডে স্থানীয় সময় বুধবার (৭ আগস্ট) কমপক্ষে ৩০টি বিক্ষোভের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেইর স্টারমার সব সম্প্রদায়কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তারা নিরাপদে থাকবেন। গতরাতে জরুরি বৈঠকের পর তিনি জনগণকে এই আশ্বাস দিয়েছেন।
গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্যে ছুরিকাঘাতে তিন শিশুকে হত্যার পর থেকেই দেশজুড়ে বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। গত ২৯ জুলাই স্থানীয় সময় বেলা ১১টার দিকে সাউথপোর্টের একটি নাচের কর্মশালায় আকস্মিক ছুরি হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ৯ ও ৭ বছর বয়সী দুই শিশু নিহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যায় আরো এক শিশু। এছাড়া হামলায় আহত হয় আরো সাতজন।
জানা গেছে, হামলার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ে যে হামলার ঘটনায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি একজন উগ্র ইসলামপন্থি অভিবাসী। এরপর ৩০ জুলাই স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ শুরু করেন এবং অভিবাসনবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। সাউথপোর্টে শুরু হওয়া বিক্ষোভ একপর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।
দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করছে সাধারণ মানুষ। অনেক স্থানে ভাঙচুর এবং লুটপাটের খবরও পাওয়া গেছে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে ১৩ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে।
গতকাল (৬ আগস্ট) লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, তারা রাজধানী জুড়ে বিদ্বেষপূর্ণ এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। পুলিশের উপ-সহকারী কমিশনার অ্যান্ডি ভ্যালেন্টিন বলেন, আমরা আমাদের সড়কে এসব সহ্য করবো না।
তিনি বলেন, আমরা বিশৃঙ্খলা রোধ করতে সব রকমের শক্তি, কৌশল এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করবো। আমরা গত সপ্তাহে সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে শতাধিক মানুষকে গ্রেফতার করেছি। যদি তারা সহিংসতা বাড়ানোর লক্ষ্যে রাস্তায় নেমে আসে তবে আরও লোকজনকে গ্রেফতার করতেও আমরা দ্বিধাবোধ করবো না।

যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতেই হানিয়েহকে হত্যা: আব্বাস

আপনজন ডেস্ক: গাজায় চলমান যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতেই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের রাজনৈতিক শাখার শীর্ষ নেতা ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। রুশ সংবাদমাধ্যম আরআইএকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। মঙ্গলবার প্রকাশিত ওই সাক্ষাৎকারে মাহমুদ আব্বাস বলেন, ‘এটি (হানিয়া হত্যাকাণ্ড) ছিল ইসরায়েলের অত্যন্ত ভীরুতাপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, চলমান সংঘাতের মেয়াদ ও ব্যাপ্তি দীর্ঘায়িত করার অপচেষ্টার অংশ হিসেবেই হামাস নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।’ ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ ও সেনা প্রত্যাহারসংক্রান্ত আলোচনায়ও এ ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে উল্লেখ করেন তিনি। বিদ্যমান সংকট নিরসনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করতে চলতি মাসেই মস্কো যাচ্ছেন মাহমুদ আব্বাস। কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে আরআইএ জানিয়েছে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ১২ থেকে ১৪ আগস্ট রাশিয়া সফর করবেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট। ইরানের রাজধানী তেহরানে গত সপ্তাহে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হন হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়া। এর কয়েক ঘণ্টা আগে ইসরায়েল বিবৃতি দিয়ে জানায়, লেবাননের বৈরুতে বিমান হামলায় হিজবুল্লাহ নেতা ফুয়াদ শোকরকে হত্যা করা হয়েছে। এই দুই ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। হামাসের গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পরিচিত ইরান। হানিয়া হত্যাকাণ্ডে ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করে ‘কঠোর প্রতিশোধের’ অঙ্গীকার করেছেন দেশটির নেতারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

থাইল্যান্ডে নিষিদ্ধ সংস্কারবাদী নেতা, দল ভেঙে দেওয়ার আদেশ

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে সর্বাধিক আসনে জয়লাভ করা ‘সংস্কারবাদী’ দল মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে দলটির তরুণ নেতা পিটা লিমজারোয়াটয়েনারটকে ১০ বছরের জন্য রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিবিসি বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দলটি নির্বাচনে জয় পেলেও সরকার গঠন করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। আদালতের রায়ে মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির নেতাসহ আরো ১০ জন জ্যেষ্ঠ নেতাকে ১০ বছরের জন্য রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধও করা হয়েছে। দলটি নির্বাচনী প্রচারে থাইল্যান্ডের কঠোর রাজকীয় মানহানি আইন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাদের দেওয়া ওই সংস্কার প্রতিশ্রুতি অসাংবিধানিক বলে সাংবিধানিক আদালত জানুয়ারিতে এক রায় দেন। দলটির ভেঙে দেওয়ার রায় এক রকম অনুমিতই ছিল। সংবাদমাধ্যমটি জানায়, থাইল্যান্ডের নির্বাচন কমিশন দলটির বিরুদ্ধে আদালতে পিটিশন দাখিল করেছিল। রায়ে আদালত বলেছেন, কঠোর লেসে-ম্যাজিস্টি আইন (থাই রাজতন্ত্রকে যেকোনো ধরনের সমালোচনা বা মানহানি থেকে সুরক্ষা আইন) পরিবর্তন করাটা সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকে ধ্বংসের আহ্বান জানানোর শামিল। তবে আদালতের এ রায়ের মাধ্যমেই থাই রাজনীতিতে সংস্কারবাদী আন্দোলনের অবসান ঘটাবে না। মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির ১৪২ জন এমপি অন্য নিবন্ধিত দলে স্থানান্তরিত হবেন এবং পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করা থাইল্যান্ডে নতুন ঘটনা নয়। ২০২০ সালেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। সে সময়ও নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত রকম ভালো ফল করা ফিউচার ফরোয়ার্ড পার্টি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেই দলটিই পরে মুভ ফরোয়ার্ড পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। চার বছর আগের দল ভেঙে দেওয়ার আদালতের রায়ের পর নতুন প্রজন্মের ছাত্র কর্মীদের নেতৃত্বে রাস্তায় বিশাল বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছিল, যা ছয় মাস ধরে চলে।
সে সময় রাজতন্ত্রকে আরো জবাবদিহির মুখে দাঁড় করানোর জন্য নজিরবিহীন দাবি ওঠে। সে সময় থেকেই কর্তৃপক্ষ মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির এমপিসহ শত শত বিক্ষোভকারী ও নেতাদের বিচারের জন্য লেসে-ম্যাজিস্টি আইনের ব্যাপক ব্যবহার করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৯ মি.

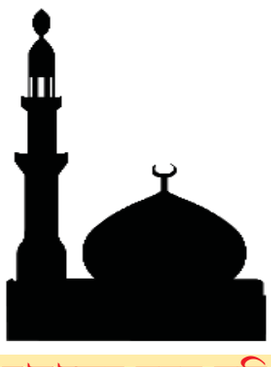

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৪	৫.১০
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৭	
মাগরিব	৬.১৯	
এশা	৭.৩৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

জার্মানিতে হোটেল ধসে নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: জার্মানিতে হোটেল ধসে দুইজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন নারী ও একজন পুরুষ।
বুধবার পশ্চিম জার্মানির মোসেল ওয়াইন উৎপাদনকারী অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলের একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার বিভাগের এক মুখপাত্র বুধবার সিএনএনকে এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ধসের সময় হোটেলটিতে ১৪ জন লোক ছিল। এক সংবাদ সম্মেলনে দেশটির পুলিশ জানিয়েছে, হোটেলটিতে তিনজন আটকা পড়েছিলেন।

ভেনেজুয়েলায় বিরোধীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্তের ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী এডমান্ডো গঞ্জালেস ও এর নেতা মারিয়া করিনা মাচাদোর বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্তের ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির শীর্ষ কৌঁসুলি। প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর প্রতি সমর্থন ত্যাগ করতে এবং বিক্ষোভকারীদের দমন বন্ধ করতে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাদের আহ্বান জানানোর কারণে কৌঁসুলি একথা বলেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল তারেক উইলিয়াম সাবের বিবৃতি অনুযায়ী তদন্তটি দুই বিরোধী সদস্যের একটি লিখিত আবেদন সংক্রান্ত, যাতে মাদুরো এবং ২৮ জুলাইয়ের নির্বাচনে ভোট রক্ষা করতে এগিয়ে আসা বিক্ষোভকারীদের সাথে সম্পর্কিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ‘এক্স’-এ পোস্ট করা এক লিখিত ঘোষণায় সাব বলেন, এই দু’জন অসাধুভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনী পরিষদ ঘোষিত বিজয়ী ছাড়া অন্য একজনকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন, এবং তারা প্রকাশ্যে ‘পুলিশ ও সামরিক কর্মকর্তাদের’ আইন অমান্য করতে উস্কানি দিয়েছেন। সাব বলেন, গনজালেজ ও মাচাদোর লিখিত আবেদনে ভয়ভীতি ও ষড়যন্ত্র সৃষ্টির জন্য মিথ্যা তথ্য প্রচারসহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী ঐতিহ্যগতভাবে ভেনেজুয়েলার রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যস্থতাকারী।

প্রথম নির্বাচনী সভায় ট্রাম্পকে আক্রমণ করল কমলার রানিং মেট

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিস তার রানিং মেট (ভাইস প্রেসিডেন্ট) হিসেবে টিম ওয়ালজকে বেছে নিয়েছেন। তিনি মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। জানা গেছে, ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের রানিং মেট টিম ওয়ালজ প্রথম যৌথ নির্বাচনী সভায় বিরোধী দলীয় প্রার্থী ডোনাল্ডকে আক্রমণ করেছেন। দেশের প্রতি রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্পের অঙ্গীকার ও হোয়াইট হাউসে তার আগের রেকর্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওয়ালজ।
ওয়ালজ বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বকে ভিন্নভাবে দেখেন। জনসেবার প্রথম বিষয়টিই তার জানা নেই। কারণ তিনি নিজেকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফিলাডেলফিয়ায় প্রায় ১০ হাজার দর্শকের সামনে কমলা হ্যারিসের সঙ্গে একই মঞ্চে যখন ওয়ালজ এসব কথা বলেন তখন মুহুর্মুহু হাততালি পড়ে।
প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ট্রাম্প ইচ্ছাকৃতভাবে মার্কিন অর্থনীতিকে দুর্বল করেছেন অভিযোগ মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ওয়ালজ বলেন, তিনি আমাদের অর্থনীতিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২১৪ সংখ্যা, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩১, ২ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

ইহাই গণতন্ত্র

একটি দেশের গণতন্ত্র কতখানি স্বাভাবিক, তাহার অন্যতম বড় মাপকাঠি হইল—ক্ষমতার পালবদল। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই গণতন্ত্র রহিয়াছে বটে; কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পালাবদল যেন অনেক দেশেই ভয়ংকর এক ঘূর্ণিপাক। রেমাল, আমফান, ফণী, সিডর, আইলার মতোই ক্ষমতার পালাবদলের সময় অনেক দেশেই বিপুল ও ব্যাপক ঘূর্ণিপাক তৈরি হয়; কিন্তু আমাদের সম্মুখে তৃতীয় বিশ্বের অন্তত এমন একটি দেশের উদাহরণ রহিয়াছে, যেইখানে ক্ষমতার উত্থানপতন যেন বিস্ময়কর শিক্ষা দেয় তৃতীয় বিশ্বের অন্য সকল দেশকে। দেশটির নাম ভারত। গতকাল প্রকাশিত ভারতের ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের সর্বশেষ ফলাফল বলিয়া দেয় গণতন্ত্র কী জিনিস! ভারতে এই লোকসভা নির্বাচন শুরু হইয়াছিল গত ১৯ এপ্রিল। সাত দফা ভোট শেষে নির্বাচন সম্পন্ন হইল গত পহেলা জুন; এবং ভোট গণনা হইল গতকাল ৪ জুন। তাত্পর্যপূর্ণ ব্যাপার হইল, ভোটের প্রচারণার সময় প্রতিপক্ষকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ, মারামারি-সহিংসতা সেইখানে ব্যাপকভাবেই ঘটে। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের নিকটতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ভোটের হিংসার ছবি দেখিয়া যে কেহ আতঙ্কিত হইবেন; এবং ভোটের পরও সেইখানে হিংসা থামিয়া নাই। পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিলে বাকি ভারতের ভোট-হিংসা প্রায় নাই বলিলেই চলে; কিন্তু ভারতের জন্য যাহা সবচাইতে বড় ম্যাজিক, তাহা হইল—ভোটের ফলাফল মাথা পাতিয়া লওয়া। যখনই ভোট শেষ হইল, ঘোষিত হইল ফলাফল, তখন পরাজিত দল, তাহারা ক্ষমতায় থাকিলেও, সদ্যবিজয়ী দলকে ‘শুভেচ্ছা’-‘অভিনন্দন’ জানাইতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না। গণতন্ত্রের জন্য ইহা এক অপূর্ব সুন্দর উদাহরণ। গণতন্ত্রের জন্য একটি শক্তিশালী বিরোধী দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশটির নির্বাচন কমিশন জানাইয়াছে, প্রায় ৬৪.২ কোটি মানুষ এই লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়াছে। বিশ্বের সর্ববৃহত্ এই নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় ৬৮ হাজারের অধিক মনিটরিং দল, দেড় কোটি ভোটার ও নিরাপত্তাকর্মী অংশ লইয়াছে। ভোট পরিচালনায় প্রায় ৪ লক্ষ গাড়ি, ১৩৫টি বিশেষ ট্রেন ও ১ হাজার ৬৯২টি এয়ার শর্টিস (Air Sorties) ব্যবহার করা হইয়াছে। বলা যায়, বহু ধর্মবর্ণ-বিভক্ত ভারতকে একসূত্রে গাঁথিয়াছে এই গণতন্ত্রই। প্রায় দেড় মাস ধরিয়া প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই প্রতিটি দল শত শত জনসভা করিয়াছে। ভোটারদের মন জয় করিতে তাহারা চেষ্টার কোনো কার্পণ্য রাখে নাই। প্রকৃত অর্থে, দেশটির বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করাও কঠিন চ্যালেঞ্জসমূহের একটি বলা যায়। কোথাও গভীর অরণ্যে একজন মাত্র ভোটারের জন্যও ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হয় বইকি (যেমন—গুজরাটের ‘গির’)। আবার অরুণাচল প্রদেশের সুউচ্চ পাহাড়ি জনপদে নির্বাচনি কর্মকর্তাদের হয়তো চার দিন ধরিয়া বরফাবৃত পথ পাড়ি দিয়া পৌঁছাইতে হয় হাতে গোনা কয়েক জনের ভোট লইবার জন্য। এইভাবে মরুভূমি, জলাভূমি, শ্বাপদসংকুল অরণ্য—সকল জায়গায় ‘গণতন্ত্র’ তাহার ন্যূনতম ছায়া রাখিয়া যায়। ভারত ক্রমশ একতাবদ্ধ ও বৃহত্শক্তি হইতেছে এই গণতান্ত্রিক শক্তির বলে বলিয়ান হইয়াই। একটি দেশকে গণতন্ত্র কী পারে—উন্নয়নশীল কোনো দেশের জন্য ভারতের মতো সর্বাধিক সুন্দর উদাহরণ আর কী আছে?

ইতিমধ্যেই আমরা ফলাফল জানিয়াছি। বর্তমানে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ২০১৯ সালের তুলনায় যথেষ্ট খারাপ রেজাল্ট করিয়াছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য ভোটের প্রচারে বারংবার বলিয়াছেন—‘আগলিবার ৪০০ পার’। অর্থাত্ এইবার তাহারা চার শতাধিক আসনে জয় পাইবেন। বাস্তবে বলা যায় এনডিএ জোটের ফল-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তাহারা কোনোক্রমে তিন শতের কাছাকাছি আসন পাইয়াছে। এনডিএ জোটের বিপরীতে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র ফলাফল চমকপ্রদ। ৮০টি আসনের উত্তরপ্রদেশ ছিল বিজেপির ঘাঁটি, সেইখানে বিরাট বিপর্যয় ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপির ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের তুলনায় যথেষ্ট খারাপ। যদিও এককভাবে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই। তবে ৫৪৩টি আসনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ম্যাজিক ফিগার ২৭২টি তাহাদের এনডিএ জোটই অর্জন করিতেছে। স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী বিরোধী দলের মধ্যে নরেন্দ্র মোদি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হইতে যাইতেছেন। নরেন্দ্র মোদির জন্য অভিনন্দন রহিল। অভিনন্দন রহিল ভারতের গণতন্ত্রের জন্য।

●●●●●●●●●●●●

শেখ হাসিনা ভারতকে যে চরম উভয় সংকটে ফেলেছেন

বহু বছর ধরে ভারতের সবচেয়ে প্রিয় বিদেশি অতিথিদের অন্যতম হলেন শেখ হাসিনা। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীই থাকুন বা বিরোধী নেত্রী, কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে চরম বিপদের মুহূর্তে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী – বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে দিল্লির দরজা তার জন্য সব সময় অবারিত থেকেছে। সেটা ইন্দিরা গান্ধীর জমানাতে যেমন, তেমনি বাজপেয়ী-মনমোহন সিং বা নরেন্দ্র মোদীর আমলেও। বিবিসির **শুভজ্যোতি ঘোষের** রিপোর্ট

বহু বছর ধরে ভারতের সবচেয়ে প্রিয় বিদেশি অতিথিদের অন্যতম হলেন শেখ হাসিনা। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীই থাকুন বা বিরোধী নেত্রী, কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে চরম বিপদের মুহুর্তে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী – বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে দিল্লির দরজা তার জন্য সব সময় অবারিত থেকেছে। সেটা ইন্দিরা গান্ধীর জমানাতে যেমন, তেমনি বাজপেয়ী-মনমোহন সিং বা নরেন্দ্র মোদীর আমলেও। কিন্তু সোমবার সন্ধ্যায় এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনাকে নিয়ে বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের একটি সামরিক বিমান দিল্লির উপকণ্ঠে অবতরণ করার পর যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য দিল্লি একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বস্তুত এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি ভারত সরকারকে এতটাই অপ্রস্তুত ও হতচকিত করেছে যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক একটি বিবৃতি দিতেও তারা চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় নিয়েছে। অথচ এই সময় পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছিল, যেখানে সরকার প্রতিটি ছোটবড় ঘটনা নিয়ে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। সোমবার রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে ক্যাবিনেটের নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করতে জরুরি বৈঠকেও বসেছিল - সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন-সহ সিনিয়র কর্মকর্তারা সবাই উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ নিয়ে ভারত ঠিক কী করবে, ওই বৈঠকে সে ব্যাপারেও কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। এমন কী বিবিসি জানতে পেরেছে, শেখ হাসিনা যতটুকু সময়ই দিল্লিতে থাকুন – প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার সঙ্গে প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ করবেন কি না অথবা করলেও সেই বৈঠকের কথা প্রকাশ করা হবে কি না, সে ব্যাপারেও এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ওঠা যায়নি। অথচ শেখ হাসিনা নিজে এই দেখা করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। দিল্লিতে একাধিক পর্যবেক্ষক বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতি ভারত সরকারকে একটা ‘ক্যাচ টোয়েন্টি টু সিচুয়েশন’ বা চরম উভয় সংকটে ফেলে দিয়েছে, এ কথা মনে করার যথেষ্ঠ কারণ আছে। আর এই বিপদটা আসছে দু’দিক থেকে – এক, ব্যক্তি শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে দিল্লি কী পদক্ষেপ নেবে আর দুই, বাংলাদেশের ভেতরে যা ঘটছে সেটাকেই বা দিল্লি কীভাবে অ্যাড্রেস করবে। যেমন, শেখ হাসিনাকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়াটা ভারতের উচিত হবে কি না, তা নিয়েও ভারতে দুরকম মতামত শোনা যাচ্ছে। অনেকে যেমন এর পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন, আবার এর বিপক্ষেও মত দিচ্ছেন কেউ কেউ। আবার বাংলাদেশের ভেতরে এই মুহূর্তে যে ধরনের পরিস্থিতির খবর আসছে, সেখানে দিল্লির কী করণীয় আছে তা নিয়েও পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকদের মধ্যে স্পষ্ট দ্বিমত আছে। একদল মনে করেন, বাংলাদেশে এখন যে ধরনের ভারত-বিরোধিতার ঝড় দেখা যাচ্ছে তাতে ভারত অতি-সক্রিয়তা দেখাতে গেলে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যাবে। সে দেশে ভারতীয় স্থাপনা, ভারতের শিল্প বা ভারতীয় নাগরিকদের আরও বড় বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে এবং ভারত-বিরোধিতা আরও বেশি ইন্ধন পাবে বলে তাদের যুক্তি। দিল্লিতে বর্তমানে অন্য আর একটি মতবাদ হল, ভারত যদি বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি দেখেও চুপচাপ হাত গুটিয়ে থাকে তাহলে ঘরের পাশে আর একটি মৌলবাদী শক্তির উত্থান অবধারিত, এমন কী লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থীর ধাক্কা সামলানোর জন্যও ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হতে পারে। সরকারিভাবে ভারত অবশ্য এখনও ‘ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ’ – অর্থাৎ পরিস্থিতির দিকে সতর্ক নজর রাখার কৌশল নিয়েই এগোচ্ছে, কিন্তু এই পাল্টাপাল্টি যুক্তিতর্কগুলো ভারতকে যে প্রবল দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলেছে তাতে কোনও সংশয় নেই। শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ পরিস্থিতি প্রসঙ্গে এই যুক্তিগুলো কী, এই প্রতিবেদনে সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হবে?

সোমবার বিকেলে যখন শেখ হাসিনার গতিবিধি নিয়ে তখনও চরম অনিশ্চয়তা, ঢাকায় ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন এমন একজন সাবেক শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিবিদকে মেসেজ করেছিলাম, “শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারে ঢাকা ছেড়েছেন জানতে পারছি, আপনি কিছু শুনেছেন?” সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দেন, “যেখানে খুশি যান, ভারতে না-এলেই হল!” বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকটের জেরে শেখ হাসিনাকে ভারতে পালিয়ে আসতে হলে সেটা নিয়ে যে দিল্লিতেই একটা প্রবল দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করবে, তা তার ওই মন্তব্যেই স্পষ্ট ছিল। দিল্লির থিঙ্কট্যাঙ্ক আইডিএসএ-র সিনিয়র ফেলো তথা বাংলাদেশ গবেষক স্মৃতি পট্টনায়ক এই কথাটাই আবার বলছেন একদম চাঁছাছোলা ভঙ্গীতে। “আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি শেখ হাসিনা যদি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চান, তাহলেও ভারতের উচিত হবে না সেটা মঞ্জুর করা”, এদিন একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন।

ড: পট্টনায়ক যুক্তি দিচ্ছেন, বাংলাদেশে সম্প্রতি সরকারের বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন হয়েছে তার একটা স্পষ্ট মাত্রা ছিল ভারত বিরোধিতা। ভারতকে যেহেতু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড় সমর্থক হিসেবে দেখা হত, তাই হাসিনা বিরোধিতার আন্দোলনে স্বভাবতই মিশে ছিল ভারত-বিরোধিতার উপাদান। “এই পটভূমিতে ভারত যদি তাকে এখন রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়, সেটা একটা ভুল বার্তা দেবে এবং বাংলাদেশের ভেতরে ভারত বিরোধিতাকে আরও উসকে দেবে”, জানাচ্ছেন স্মৃতি পট্টনায়ক। ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত আবার যুক্তি দিচ্ছেন, ১৯৭৫-এ যে পটভূমিতে শেখ হাসিনাকে ইন্দিরা গান্ধী সরকার ভারতে আশ্রয় দিয়েছিল তার চেয়ে এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।

“তখন যেটা সম্ভব ছিল, এখন সেটা সম্ভব নয়। সে সময়কার মতো শেখ হাসিনাকে তো আর পান্ডারা রোডের একটা ফ্ল্যাটে কার্যত কোনও নিরাপত্তা ছাড়াই রাখা যাবে না, এখন সম্পূর্ণ অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।” “আর শেখ হাসিনা তসলিমা নাসরিনও নন যে দিল্লি পুলিশের পাহারায় শহরের কোনও ফ্ল্যাটে তাকে রাখা যাবে। আর এই সিদ্ধান্তের ‘জিওপলিটিক্যাল রিস্ক’-টাও অনেক বেশি, সেটাও মাথায় রাখতে হবে”, বিবিসিকে বলছিলেন তিনি। এই পর্যবেক্ষকরা দীর্ঘমেয়াদে শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি দিলেও সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেছেন ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।

“তিনি যদি কোনও কারণে ভারতে থাকতে চান, তার মর্যাদা ও সম্মান অনুযায়ী যথাযথ পর্যায়ে (অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লেভেল) তার সঙ্গে আমাদের এনগেজ করতে হবে। এখানে দ্বিতীয় কোনও ভাবনার অবকাশ নেই”, বলছেন মি শ্রিংলা। সোজা কথায়, পুরনো ইতিহাস ও এতদিনের সম্পর্ককে মাথায় রেখে তার ইচ্ছাকে ভারতের সম্মান দিতে হবে – এটাই তার যুক্তি।

ভারতে শাসক দল বিজেপির ঘনিষ্ঠ ও পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ শুভ্রকমল দত্ত আবার মনে করেন, এখনই স্থায়ীভাবে না-হলেও শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারত তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। “যতদিন না তৃতীয় কোনও দেশে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে তিনি আশ্রয়ের নিশ্চয়তা পাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত ভারতের উচিত হবে তাকে সসম্মানে ভারতেই রাখা”, বিবিসিকে বলছিলেন ড: দত্ত।

বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে ভারতের কী করণীয়?

বাংলাদেশে বিশেষ করে গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় যে ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যে ধরনের অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বা সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে খবর আসছে - তাতে ভারতের এখন ঠিক কী করা উচিত তা নিয়েও দেশের ভেতরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী সরকারে বিএনপি বা জামাত ই ইসলামীর ঘনিষ্ঠরা প্রাধান্য পেতে পারেন, এই ধরনের ইঙ্গিতও দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে উদ্বেগের বাতাবরণ তৈরি করেছে। হর্ষবর্ধন শ্রিংলা মনে করেন, “বাংলাদেশে ভারত একটি শান্তিপূর্ণ, প্রগতিশীল ও স্থিতিশীল সরকার চায়, এর মধ্যে কোনও ভুল নেই। আর কোনও দেশই চায় না তার ঘরের দোরগোড়ায় একটি শত্রুভাবাপূর্ণ সরকার থাকুক।” সুতরাং বাংলাদেশে পরবর্তী সরকার যাতে ভারতের প্রতি ‘বন্ধুত্বপূর্ণ’ থাকে, তার জন্য যা যা করা উচিত সেটা করা দরকার বলেই মনে করেন তিনি। কংগ্রেস নেতা ও সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শশী থারুরও বলেছেন, “জামাতের যে ভারত-বিরোধিতার ইতিহাস, তাতে নতুন সরকারে তাদের প্রভাব কতটা হবে সে ব্যাপারে ভারতকে আগেভাগেই সতর্ক থাকতে হবে।” এমন কী, ওই সরকারের ওপর চীন বা পাকিস্তানের মতো শক্তিগুলো কলকাঠি নাড়াতে চাইবে বলেও মনে করেন মি থারুর। কিন্তু জামাতের এই তথাকথিত ‘প্রভাব’ ঠেকানোর জন্য ভারত ঠিক কী করতে পারে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট দিশা দেখাতে পারেননি তারা কেউই।

শ্রীরাধা দত্ত অবশ্য বলছিলেন, “আমার মতে প্রথমে কমিউনিকেশনের চ্যানেলগুলো খুলতে হবে। ওপেন আপ করতে হবে।” “বাংলাদেশে কারা এই মুহূর্তে শেষ কথা বলছেন বা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সেটা আমরা জানি না। তাদেরকে ভাল করে চিনিও না। আমরা যদি তাদের সঙ্গে একটা সুস্থ ও স্বাভাবিক ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ চাই, তাহলে সবার আগে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে”, জানাচ্ছেন তিনি।

এদিকে ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপির ভেতর থেকেই কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি ‘সফট ডিপ্লোম্যাটিক অ্যাপ্রোচে’র বদলে ‘কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী’ নেওয়ার দাবি উঠছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারী যেমন প্রকাশ্যেই বলেছেন, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের ওপর এখনই চাপ প্রয়োগ করা দরকার – নইলে সে দেশ থেকে অন্তত এক কোটি হিন্দু পালিয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হবেন। শুভ্রকমল দত্তও বলছেন, “একাত্তরের যুদ্ধও কিন্তু শুরু হয়েছিল শরণার্থী সমস্যা দিয়ে। আমি মনে করি বাংলাদেশের বর্তমান সংকটে ভারতের অনেক আগেই সরাসরি হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল, তখন সেটা না-হলেও এখন কিন্তু করতেই হবে।” ‘হস্তক্ষেপ’ মানে অবশ্য কেউ বাংলাদেশে সেনা পাঠানোর কথা বলছেন না, তবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের ওপর কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক যত ধরনের চাপ প্রয়োগ সম্ভব – সে দিকেই ইঙ্গিত করছেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাই কিমশনার ভিনা সিক্রি আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, “গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের জ্বালানি, অবকাঠামো থেকে শুরু করে অজস্র সেক্টরে ভারত শত শত কোটি টাকার বিনিয়োগ করেছে, এটা ভুললে চলবে না।” সেই বিনিয়োগকে সুরক্ষিত রাখার জন্য একটা ‘স্টেবল নেবারহুড’ বা স্থিতিশীল প্রতিবেশ চাই – আর তার জন্য যা করা দরকার, ভারতকে তা করতে হবে বলেও যুক্তি দিচ্ছেন তিনি।

ভারত এখন ঠিক কী করছে?

মঙ্গলবার বিকেলে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর পার্লামেন্টে বাংলাদেশ নিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। প্রথমত, তার আগের গত চব্বিশ ঘণ্টায় ঢাকায় ‘কর্তৃপক্ষে’র সঙ্গে ভারত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। তবে এই কর্তৃপক্ষ বলতে সেনাবাহিনী না কি প্রশাসনিক বিভাগ, সেটা তিনি কিছু ভেঙে বলেননি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, দোকানপাট বা ব্যবসা এবং মন্দিরে হামলার বহু ঘটনা ঘটেছে বলে খবর আসছে। এই পরিস্থিতির ওপর ভারত সতর্ক নজর রাখছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংগঠন সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছে ও নানা পদক্ষেপও নিয়েছে, ভারত তা স্বাগত জানায়। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যত উন্নতি না-হওয়া পর্যন্ত ভারত অবশ্যই এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকবে। সীমান্তে বিএসএফ-কেও অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, ভারত মনে করছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখনও খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে (‘ইভলভিং’)। ইতোমধ্যে সে দেশে থাকা প্রায় ১৯ হাজার ভারতীয় নাগরিকের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। তবে এই ১৯ হাজারের মধ্যে প্রায় ৯০০০ই ছাত্রছাত্রী, যাদের অধিকাংশই গত মাসেই ভারতে ফিরে এসেছেন। মি জয়শঙ্করের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, ভারত সরকার বাংলাদেশের বর্তমান ‘নীতি-নির্ধারক’দের সঙ্গে একটা যোগাযোগের চ্যানেল স্থাপন করে ফেলেছেন, দু’পক্ষের মধ্যে কথাবার্তাও হচ্ছে। তবে ভারতেই বহু পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষক মনে করেন, এটুকুই হয়তো যথেষ্ট নয় – নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে হলে ভারতকে আরও অতি-সক্রিয় (প্রোঅ্যাক্টিভ) ও দরকারে কঠোর অবস্থান নিতে হবে।

এর আগে সকালের সর্বদলীয় বৈঠকেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, শেখ হাসিনাকে তার ‘ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা’ স্থির করার জন্য ভারত সময় দিতে চায়। বৈঠকে উপস্থিত একজন বিরোধী দলীয় এমপি বিবিসিকে বলেছেন, “আমার মনে হয়েছে, শেখ হাসিনাকে ভারত ছাড়ার জন্য কোনও তাড়া দেওয়ার প্রশ্ন নেই, বরং তিনি যতদিন খুশি থাকতে পারেন – এটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।” এদিকে আজ (বুধবার) ভারতের ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিওরিটি প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আবারও বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনায় বসবে বলে বিবিসি জানতে পেরেছে। দেড় দিনের মধ্যে সেটা হবে কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক। কিন্তু গত চব্বিশ ঘণ্টায় ভারতের সার্বিক ভূমিকা থেকে এটা স্পষ্ট – তাদের কাছে সম্পূর্ণ অভাবিত ও অপ্রত্যাশিত এই সংকটকে ঠিক কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, সেই পরিকল্পনা বা ‘প্ল্যান অব অ্যাকশন’ দিল্লি এখনও চূড়ান্ত করে ফেলতে পারেনি।

সৌ: বিবিসি(বাংলা)

সেনাবাহিনীর যে সিদ্ধান্ত বদলে দিল শেখ হাসিনার ভাগ্য

রয়টার্সের প্রতিবেদন

ছাত্র ও জনতার বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে গেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত সোমবার (৫ আগস্ট) অনেকটা হঠাৎ করেই ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হয় তাকে। এর আগে তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জানিয়ে দেয়, তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে আর দমনপীড়ন চালাতে পারবে না। এতেই তার ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যায়। বাংলাদেশ ছাড়ার আগের রাতে সেনাপ্রধান তার জেনারেলদের নিয়ে একটি মিটিং করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, কারফিউ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর সেনারা আর গুলি ছুড়বে না। ওই মিটিংয়ের বিষয়ে জানেন, এমন দুজন সেনা কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, সিদ্ধান্তের পরই সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান ছুটে যান গণভবনে। তিনি শেখ হাসিনাকে এই বার্তা দেন যে তিনি যে লকডাউন আহ্বান করেছেন তা বাস্তবায়নে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন তার সেনারা। ভারতীয় একজন কর্মকর্তাও এ তথ্য জানিয়েছেন। এতে মেসেজ ক্লিয়ার হয়ে যায়। তা হলো—হাসিনার পক্ষে সেনাবাহিনীর আর কোনো সমর্থন নেই। এতে আরো বলা হয়, সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদের কর্মকর্তাদের অনলাইন মিটিং এবং তারপর শেখ হাসিনাকে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে এর আগে আর কোনো রিপোর্ট প্রকাশ হয়নি। শেখ হাসিনা ১৫ বছর যেভাবে শাসন করেছেন তাও উঠে আসে। বিন্দুমাত্র ভিন্নমত পোষণ করেন, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন তিনি। এসবের কারণে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আর আকস্মিকভাবে সোমবার তার ইতি ঘটে। তিনি পালিয়ে চলে যান ভারতে। এর আগে দেশজুড়ে কারফিউ দেওয়া হয়। তাতে রবিবার কমপক্ষে ৯১ জন নিহত ও কয়েক শ মানুষ আহত হয়। জুলাইয়ে ছাত্রদের নেতৃত্বে প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরুর পর এটাই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাণহানির দিন। সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল সামি উদ দৌলা চৌধুরী নিশ্চিত করেছেন, রবিবার সন্ধ্যার আলোচনার বিষয়। তিনি বলেছেন, এটা ছিল নিয়মিত মিটিং। সেখানে আপডেট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে বাড়তি প্রশ্ন করা হলে তিনি বিস্তারিত জানাতে অস্বীকৃতি জানান। এ বিষয়ে শেখ হাসিনা বা তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। রয়টার্স এসব নিয়ে ১০ জন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে, যারা বিষয়টি সম্পর্কে জানেন। এর মধ্যে আছেন চারজন সেনা কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশের অন্য দুজন সূত্র। তারা বিষয়টি স্পর্শকাতর বলে নাম প্রকাশ করতে চাননি। গত ৩০ বছরের মধ্যে ২০ বছর বাংলাদেশ শাসন করেছেন শেখ হাসিনা। জানুয়ারিতে তিনি টানা চতুর্থ দফায় নির্বাচিত হন। এর আগে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেন। প্রধান বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন করে। তিনি কঠোর হস্তে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদালতের এক রায়কে কেন্দ্র করে তার সেই ক্ষমতা চ্যালেঞ্জে পড়ে। ছাত্রদের আন্দোলনে সেই রায় পরে সংশোধন করা হয়। কিন্তু প্রতিবাদ বিক্ষোভ রূপ নেয় শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলনে। শেখ হাসিনার ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে জানাননি সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। কিন্তু প্রতিবাদ বিক্ষোভের আকার এবং কমপক্ষে ২৪১ জনের মৃত্যু শেখ হাসিনাকে সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে অসম্ভব করে তোলে। এমনটি বলেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক তিনজন সিনিয়র কর্মকর্তা।

অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, সেনাদের ভেতর ব্যাপক পরিমাণে অস্বস্তি ছিল। সম্ভবত এ জন্যই চিফ অব আর্মি স্টাফের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ সেনারা ব্যারাকের বাইরে এবং তারা দেখতে পাচ্ছিলেন কী ঘটছে।

সামি উদ দৌলা চৌধুরী বলেন, এতে জীবন রক্ষার কথা ঘোষণা দেওয়া হয়। কর্মকর্তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করতে বলা হয়। এতে প্রথমেই যে ইঙ্গিত মেলে তা হলো সেনাবাহিনী সহিংস প্রতিবাদ বিক্ষোভ দমনে শক্তিপ্রয়োগ করবে না। ফলে শেখ হাসিনা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েন। সোমবার কারফিউ অমান্য করে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শাহেদুল আনাম খানের মতো সিনিয়র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা রাজপথে নেমে পড়েন। তিনি বলেন, আমাদের থামায়নি সেনাবাহিনী। আমরা যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেনাবাহিনী সেটিই করেছে।

অনির্দিষ্টকালের দেশজুড়ে কারফিউয়ের প্রথম দিন সোমবার শেখ হাসিনা গণভবনের ভেতরে অবস্থান করেন। এটি রাজধানী ঢাকায় ভারী নিরাপত্তা প্রহরী বেষ্টিত প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন। এর বাইরে রাস্তায় রাস্তায় জনতার ঢল নামে। লাখ লাখ মানুষ শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে রাজধানী ঢাকার রাস্তায় নেমে আসে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে। ভারতীয় কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশের দুজন ব্যক্তি, যারা এ বিষয়ে জানেন, তারা বলেন—এমন অবস্থায় দেশ ছেড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নেন ৭৬ বছর বয়সী এ নেত্রী। বাংলাদেশের একটি সূত্র বলেছেন, শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানা এ সময় একসঙ্গে ছিলেন। তারা সিদ্ধান্ত নেন পালিয়ে যাবেন। দুপুরের দিকে তারা ভারতের উদ্দেশে দেশ ছাড়েন। মঙ্গলবার পার্লামেন্টে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, জুলাই মাসজুড়ে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সমাধানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল নয়াদিল্লি।

সৌ: রয়টার্স

প্রথম নজর

কেন্দ্রের ওয়াকফ আইন সংশোধন সংবিধানকে ধ্বংস করবে: ফায়জি

আপনজন ডেস্ক: দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনা করতে ১৯৯৫ সালে তৈরি হওয়া ওয়াকফ অ্যাক্ট সরকারের তরফে সংশোধনের পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা ও এটিকে ফিরিয়ে নিয়ে সরকার যেনো সাংবিধানিক অধিকার সকল নাগরিকের জন্য সমান ভাবে সুনিশ্চিত করে সেই দাবি জানালেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি এম কে ফায়জি।তিনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলেন, ওয়াকফ আইনের সংশোধন ভারত সরকারের একটা খুব কুটিল পদক্ষেপ। এটা সুচিন্তিত ভাবে নেওয়া একটা পদক্ষেপ যেটা ভারতীয় সংবিধানের ২৫ - ২৮ অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট ধর্মের মৌলিক অধিকার কে অস্বীকার করে। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা এবং তাদের অস্তিত্ব দাসত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। একদশক আগে ক্ষমতায় আসার পর আরএসএস এর মতাদর্শী গোলওয়ালকারের সাম্প্রদায়িক মনোভাব দ্বারা পরিচালিত বিজেপি সরকার মুসলিমদের নাগরিকত্ব হরণের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর। কেন্দ্রে এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যে প্রধান কাজই হয়ে গেছে মুসলিমদের ক্ষতিসাধন। ওয়াকফ সম্পত্তি কিন্তু জনগণের সম্পত্তি নয়। এই সম্পত্তি বিভিন্ন গুনি মুসলিমদের দ্বারা দানকৃত সম্পত্তি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহারে যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং বিভিন্নে দান-খয়রাতে কাজে লাগানো জন্য।

আবাস যোজনার তালিকা ঘিরে পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষকে ব্যাপক মারধর!

সাবের আলি ● ভরতপুর

আপনজন: বাংলার আবাস যোজনা হল ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত একটি আবাসন প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের জন্য আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য কাজ করার জন্য এই উদ্যোগের পরিকল্পনা করেছেন। এই গ্রামীণ প্রকল্পের মাধ্যমে, রাজ্য সরকার দরিদ্র ও দরিদ্র লোকদের বিনামূল্যে ঘরের সুবিধা দেবেগ্রাম পঞ্চায়েতে । ভরত পুর থানার। গড্ডা গ্রামের আবাস বাংলা। যোজনার তালিকা তৈরি নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে ভরতপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার রাতের ওই ঘটনা ভরতপুর থানার গড্ডা গ্রামের। সামসুল হক নামে ওই কর্মাধ্যক্ষকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। তবে অভিযুক্তরা পলাতক।

ভরতপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ি রাজ্য সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে ডিসেম্বর মাস থেকেই বাংলা আবাস যোজনার টাকা দেওয়া শুরু হবে। সেই হিসেবে এই ব্লক এলাকায় কিছু সংখ্যায় দুঃস্থ পরিবারের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন। তাই মঙ্গলবার এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা হয় সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে। আলোচনায় প্রত্যেক সংসদ এলাকায় কয়েকটি দুঃস্থ পরিবারের নামের তালিকা তৈরি করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধ করা হয়। বিদ্যুৎ কর্মধাক্ষ্যকেও চারজনের নামের তালিকা তৈরি করার অনুরোধ করা হয়েছিল। ওই মিটিং সেরে স্থানীয় গড্ডা পঞ্চায়েত এলাকার ৮ নম্বর সংসদের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সামসুল সাহেব সন্ধ্যা নাগাদ বাড়িতে পৌঁছন। বাড়ি পৌঁছেই স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরের তালিকা তৈরির বিষয়ে বলেন। এরপর রাত আটটা নাগাদ তাঁর বাড়িতে এসে হঠাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের সাতজন সদস্য চড়াও হয় বলে অভিযোগ। সামসুল সাহেব বলেন, আমি গ্রামে ফেরার পরেই বাসিন্দাদের বলেছিলাম গ্রামের দুঃস্থ, বিধবা অথবা যাঁদের ঘরের প্রয়োজন রয়েছে তালিকায় তাঁদের নাম দেওয়া হবে। কিন্তু দলেরই সাতজন সদস্য এটা মানতে চাইছিল না। রাতেই বাড়িতে ঝামেলা জুড়ে দেয়। পরে হামলা করে। ওদের দাবি ছিল কাটমানি নিয়ে ঘরের তালিকা তৈরি করতে হবে। আমি তা মানতে চাইনি বলে ব্যাপক মারধর করা হয়। সেই সময় আমার নাতনি রেহেনা পারভিন বাঁচাতে এলে ওকে মাটিতে ফেলে মারধর করা হয়। পরে প্রতিবেশিরা এসে আমাদের উদ্ধার করেন।
ঘটনায় বুধবার সকালে সামসুল হকের বোন প্রমিলা বিবি ভরতপুর থানায় সাতজনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিস জানিয়েছে, অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের ধরার চেষ্টা চলছে। এবিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরতপুর ১ ব্লক সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, ঘটনার কথা আমি শুনেছি। দুইপক্ষের কাছেই আসল বিষয়টি জানার চেষ্টা চলছে। তবে পুলিস পুলিসের কাজ করবে। ভরতপুর ১ বিডিও দাওয়া শেরপা বিষয়টির খোঁজ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

জাতীয় সড়কে ফের দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুজনের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমানে জাতীয় সড়কের মীরছোবা এলাকায় দামোদর কোল্ডস্টোরেজের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডাম্পারের চালক সহ আরোও একজন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল আটটা দশ মিনিট নাগাদ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি বাইককে ধাক্কা মেরে কলকাতামুখে পালিয়ে যায় একটি সরকারি বাস। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইকে থাকা একজনের। পরবর্তীতে আরও একজনের মৃত্যু হয় বলে সূত্র মারফত খবর। বাসটি বাইকে ধাক্কা মেরে চলে গেলেও পিছনে থাকা একটি সিমেন্টের ডাস্ট বোঝাই ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গ্যাসের খালি কন্টেনারে ধাক্কা মারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ওসির উদ্যোগে মাদ্রাসার পড়ুয়াদের এক মাসের খাবার

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: মঙ্গলবার সাগরদিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিজন রায়-এর সহযোগীতায় এবং এ এস আই সমর হালদারের উদ্যোগে মাদ্রাসার পড়ুয়াদের জন্য এক মাসের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়, সাগরদিঘী ব্লকের শেখদিঘী হাজীপুর মাদ্রাসা কমিটির হাতে, এই মাদ্রাসায় দুঃস্থ, অনাথ পড়ুয়ারা পড়াশোনা করে।
মাদ্রাসা কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়, চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী। সেই সঙ্গে ওই এলাকার মানুষদের উদ্দেশ্যে সাগরদিঘী থানার এ এস আই সমর হালদার জানান আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশ এখন অশান্ত রয়েছে সুতরাং বাংলাদেশের অশান্তির আঁচ যেন মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘীতে না পড়ে এবং এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেন কেউ উস্কানি মূলক পোস্ট না করেন, এবং কেউ যদি উত্তেজনা মূলক পোস্ট করে থাকে এবং সেই পোস্ট যদি না মুছে ফেলে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে শিবির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বেকার যুবক-যুবতীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তুলবার লক্ষ্যে শুরু হলো বিশেষ প্রশিক্ষণ। 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পের মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বুধবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল, গঙ্গারামপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল, গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিউটি সরকার সহ আরো অনেকে। উল্লেখ্য, বাংলার বেকার যুবক যুবতীদের কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরির উপযোগী করে তুলতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সরকার ২০১৬ সালে 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্প শুরু করে। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল ছুট ছাত্র ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্প চালু করেছিল। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লক প্রশাসনের তরফে বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তুলবার লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করা হয়েছে।
গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতি এই প্রশিক্ষণ দেবার ক্ষেত্রে 'ট্রেনিং প্রোভাইডারের' ভূমিকা পালন করবে। এর ফলে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য অর্থ প্রাইভেট পার্টনারের পরিবর্তে পঞ্চায়েত সমিতিকেই দেয়া হবে। প্রায় চার মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত চলবে এই প্রশিক্ষণ শিবির। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'পঞ্চায়েত সমিতি এই কাজটি প্রথম বার করছে। আপাতত মোবাইল রিপেয়ারিং এর উপর এই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ট্রেনিং পার্টনার হিসেবে কাজ করবে। গঙ্গারামপুরের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল জানান, বুধবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে।

সিদ্দিক, ইরশাদ, প্রসেন মণ্ডলদের পিটিয়ে হত্যার বিচার চাই: নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্য জুড়ে গত কয়েক মাসে কমপক্ষে ১২ জন গণপ্রহারে প্রাণ হারানোয় তার বিরুদ্ধে বুধবার কলকাতায় এক প্রতিবাদ সমাবেশ করল আইএসএফ। এই সমাবেশে আইএসএফ জানায়, আইএসএফের সক্রিয় কর্মী আবু সিদ্দিক হালদার নামে এক যুবককে পুলিশি হাজতে নৃশংসভাবে অত্যাচার করা হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বাড়ি ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলাহাট থানায়। এটি পরিকল্পিত হত্যা বলে অভিযোগ করে আইএসএফ।
এছাড়া, কলকাতার একটি ছাত্রাবাসে চোর সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয়েছে ইরশাদ আলমকে। মারা গেছেন প্রসেন মণ্ডল সহ আরো অনেকে। এরই প্রতিবাদে ও প্রতিটি হত্যার ন্যায়বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামেন অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের কর্মীরা। কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকে ধর্মতলার রানী রাসমনী অ্যাভেনিউ পর্যন্ত মিছিল করেন। এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইএসএফের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, একের পর এক গণপ্রহারের ঘটনা ঘটে চলেছে। পুলিশী হেফাজতে মৃত্যু হচ্ছে, অথচ সরকারের শীর্ষে যিনি আছেন তিনি নিশ্চুপ। ভাবখানা এমনই যেন এই রাজ্য দেশের মধ্যে সবথেকে নিরাপদ। অথচ এখানে সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসীরা সবথেকে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের ওপর আমাদের আস্থা আছে, সংবিধানের ওপর আস্থা আছে। এই হত্যাগুলির ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চলবে। দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি অভিযোগ করেন, পুলিশের একাংশ সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছে। এটা মোটেই কাম্য নয়। প্রশাসনের শীর্ষে যিনি আছেন তার মদতেই পুলিশ এই জঘন্য কান্ড করে চলেছে। আমরা পুলিশি অত্যাচারের অবসান চাই। দলের রাজ্য কমিটির কার্যকারী সভাপতি সামসুর আলি মল্লিক। তিনি বলেন, ন্যায়বিচার না পেলে আন্দোলন আরো তীব্রতর করা হবে। এই জঙ্গলের রাজত্ব খতম করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া আর কোন পথ নেই। বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাপতি আব্দুল মালেক মোল্লা, রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি তাপস ব্যানার্জি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটি সদস্যবৃন্দসহ বিভিন্ন নেতৃত্ব।

ইমাম ও মোয়াজ্জিন সংগঠনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলা ইমাম ও মুয়াজ্জিন সংগঠনের শাখা সংগঠন 'সোনামুখী ব্লক ইমাম ও মুয়াজ্জিন সংগঠন,' এর উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় ৫ আগস্ট একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। সোনামুখীর 'শ্রী হরি লজ,' -এর এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন সোনামুখী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুপ্রিয় রঞ্জন মাজি। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামুখী বনাঞ্চলের আধিকারিক নিলয় রায়,গ্রামীণ হাসপাতালের সুপার ডাক্তার শিবায়ন মন্ডল,পৌরসভার পৌরপিতা সন্তোষ মুখোপাধ্যায়,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায়,ধানসিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইউসুফ মন্ডল, সোনামুখী বি জে হাইস্কুলে (উচ্চ মাধ্যমিক) এর প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন চোংরে,সমাজ সেবী এম রাজা,কায়ুমউদ্দিন হাজারী এবং ব্লক কমিটির সম্পাদক আসরফ আলি,সভাপতি ইমাদাদুল হক এবং ইন্দাস ব্লক কমিটির সম্পাদক কাজী সাহাবুদ্দিন, ও বিশিষ্ট ইমাম মৌলানা মুহাম্মাদ আলি প্রমুখ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা জমিয়াতের সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আকিল আহমাদ। এছাড়াও ব্লকের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিনগণ ব্যতীত সাধারণ মানুষও উপস্থিত ছিলেন।
উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে,- এটা তাদের প্রথম বর্ষ এর প্রচেষ্টা। মানবিক মূল্যবোধ এর টানে সবার কল্যাণে ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। রক্তের অভাব মেটাতে এই ছোট্ট শিবিরে নারী-পুরুষ মিলে ৮০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বিষ্ণুপুর ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয়।।

'গোধূলির মন্থন' করল রবীন্দ্র প্রয়াণ অনুষ্ঠান

হাসান লস্কর ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে গোধূলির মন্থন সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে একঝাঁক কবি,ছড়াকার, গল্পকার, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সহ পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী মানুষদের সমাগমে অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্র প্রয়াণ অনুষ্ঠান।
কথা, নৃত্য, গানে,কবিতায় বক্তব্যে অনুষ্ঠানটি ভরপুর হয়ে ওঠে।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পত্রিকার সভাপতি বীরেশচন্দ্র ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক রাজীব শ্রাবণ,বরুণ চক্রবর্তী প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গোধূলির মন্থন সাহিত্য পত্রিকার মুখ্য উপদেষ্টা দেবনারায়ন দাস,আনন্দম পত্রিকার সম্পাদক হারাধন ভট্টাচার্য,পত্রিকার মুখ্য পরিচালক আশিষ দত্ত, সুব্রত দেব রায়, সাংবাদিক ও কবি শেখ সিরাজ, নীলরতন কুন্ডু সহ আরো অনেকে।

চা খেয়ে বাড়ি ফেরার সময় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: চা খেয়ে বাড়ি ফেরার সময় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন কিশোরের ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার বারুইপাড়া মাঠপাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন রাতে কাটাবাগান এলাকা থেকে চা খেয়ে একই মোটর বাইকে তিন বন্ধু বাড়ি ফেরার সময় হরিহরপাড়ার বারুইপাড়া মাঠপাড়া এলাকায় আসতেই উল্টো দিক থেকে একটি ক্রেন গাড়ি আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই ছিটকে পড়ে যায় বাইকে থাকা তিন বন্ধু। এই ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এক রাসেল শেখ নামে এক কিশোরের। আরো দুই কিশোরকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় বহড়ান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলে সেখানে চিকিৎসা চলাকালী মৃত্যু হয় দুই কিশোর সাজ্জাদ শেখ (১৬) সাঈদ শেখ (১৫)-এর।

রিষড়া রেল স্টেশনে পাখি নিধন নিয়ে আরটিআই

রূপম চট্টোপাধ্যায় ● হুগলি

আপনজন: গত ২৯ জুলাই ২০২৪ রিষড়া রেলওয়ে স্টেশনে নির্মম ভাবে কয়েকশো দেশীয় পাখি হত্যার বিষয়ে এবার পশু প্রেমীদের সংগঠন 'আশ্রয়' স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার / ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের কাছে ইনফরমেশন এ্যাক্ট ২০০৫ এবং ডব্লিউ বি আর টি আই রুলস ২০০৬ অনুয়ায়ী তথ্য জানার অধিকার আইনে জানতে চাইল একগুচ্ছ বিষয়।
যেমন রেলের কোনো আধিকারিক গাছ কাটার অনুমতি নিয়েছিলেন কিনা? নিয়ে থাকলে কে আবেদন করেছিলেন? অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিনা? গাছ কাটার আগে কোনো অনুসন্ধান করা হয়েছিল কিনা? গাছ কাটার আগে গাছে বসবাসকারী পাখিদের সরানোর বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ করা হয়েছিল কিনা? গাছ কাটার পরে কতগুলো পাখি বনদপ্তর উদ্ধার করতে পেরেছে? রিষড়া স্টেশনে গাছ কাটার পরে কতগুলো পাখি ও পাখির নষ্ট ডিম বনদপ্তর নিয়ে গেছে সেসব জানতে চাওয়া হয়েছে ওই আরটিআইয়ে।

বিনা লড়াইয়ে জিয়াগঞ্জে সমবায় সমিতি তৃণমূলের দখলে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: নির্বাচনের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমবায় সমিতি দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস।মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের তেতুলিয়া কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির ১২ টি আসনে বুধবার মনোনয়ন জমা করে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। বিরোধী দলের কোনো প্রার্থী মনোনয়ন জমা না করাই ১২ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলো তৃণমূল কংগ্রেস। উল্লেখ্য, তেতুলিয়া কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির মোট ভোটার ৮০০ জন। তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদিকা শাওনী সিংহ রায় বলেন, 'এই সমবায় সমিতির ১২ টি আসনের সব'কটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলাম আমরা। বিরোধী দলের কোন প্রার্থী না থাকাই আমাদের ১২ জন তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হয়েছে।' সমবায় সমিতি দখল হতেই তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। মনোনয়ন জমার সময় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদিকা শাওনী সিংহ রায়, ব্লক সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ আকবরী, তেতুলিয়ার অঞ্চল সভাপতি আশরাফুল আলম সহ অন্যান্যরা।

রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির রবীন্দ্র শ্রদ্ধার্ঘ্য

পারিজাত মোল্লা ● কলকাতা

আপনজন: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ৮৪তম প্রয়াণদিবসে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে কবিগুরুর প্রতি অন্তরমথিত শ্রদ্ধা নিবেদন করল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি অন্তর্গত রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, ছিলেন সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ সহ সদস্যরা। ঠাকুরবাড়ির বাইরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর মর্মর আবক্ষমূর্তিতে মাল্যার্পণ করে প্রণাম জানানো হয়। ছিলেন অনিন্দ্য কুমার মিত্র, রঞ্জিত কুমার নায়ক, গৌরাঙ্গ মিত্র, সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ফ্লিপকার্ট ডেলিভারি হাবে চুরি মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফ্লিপকার্ট ডেলিভারি হাবের শাটার কেটে, কোপালসেবল গেট ভেঙে ভয়াবহ চুরির ঘটনা ঘটাল দুষ্কৃতীরা। সিসিটিভি ভাঙচুর করে হাতিয়ে নিয়ে গেল ডেলিভারির জন্য রাখা মোবাইল সহ অন্যান্য দামি দামি জিনিসপত্র। দুষ্কৃতীরা চুরি করে পালানোর সময় লোহার ক্যাশ লকার ভেঙে সঙ্গে করে নিয়ে যায় বলে খবর। বুধবার সাত সকালে এই ঘটনা জানাজানি হতেই জোর চাঞ্চল্য ছড়াল পুরাতন মালদার নারায়াপুর বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন ১২ নং জাতীয় সড়ক এলাকায়।
ঘটনায় ফ্লিপকার্ট ডেলিভারি হাবের তরফে মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে বলে।

মেমারি পৌরসভার কবিগুরু স্মরণ

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি পৌরসভার আয়োজনে পৌরকরণে বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে কবিগুরুর স্মরণ সভা করা হয়। কবির ছবিতে মাল্যদান করেন প্রবীণ তবলা বাদক দেবদাস নন্দী ও তাকে সহযোগিতা করেন পৌর কর্মী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত করেন সোনিয়া গোস্বামী। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সঞ্চালক দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য। পরে সঙ্গীত পরিবেশন করেন করবি বসু, অস্মি গোস্বামী, জয়ন্ত গাঙ্গুলী, সাথী সান্যাল, বুলবুল ব্যানার্জী, নবনীতা ঘোষ, বিকাশ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে লক্ষ্যনীয় ছিল পৌরকর্মীরা উপস্থিত থাকলেও পৌরসভার ১৬ জন কাউন্সিলর এর মধ্যে একজনও উপস্থিত ছিলেন না। জানা যায় চেয়ারম্যান অসুস্থ থাকায় থাকতে পারেননি। কিন্তু বাকি কাউন্সিলরদের মধ্যে কেউ কেন থাকলেন না তার উত্তর নেই।

প্রতিবন্ধীদের সহায়তা প্রদান বিধায়কের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের সহযোগিতায় এবং দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ কুমার সাহার উদ্যোগে খয়রাশোল ব্লক এলাকার বিশেষভাবে সক্ষম ব্যাক্তিদের সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। সরঞ্জামগুলির মধ্যে ছিল াইসাইকেল,হুইলচেয়ার, ব্যাটারী চালিত রিক্সা,হাত রিক্সা,দৃষ্টিহীনদের লাঠি সহ নানান সহায়ক।এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মোট ২৬৫ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যাক্তিদের হাতে সহায়ক সরঞ্জামাদি তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য গত ১৮ জানুয়ারী খয়রাশোলের বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যাক্তিদের শনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই শিবির থেকে প্রাপ্ত নামের তালিকা অনুযায়ী এদিন সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য জগতের ১ম বর্ষপূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের হল ঘরে গত রবিবার অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক সাহিত্য জগৎ নামক একটি সাহিত্য গোষ্ঠীর প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক মহাদেব পাত্র ও প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অরূপ কান্তি। বিশেষ অতিথি হিসাবে আরও যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন আইনজীবী হাজারী লাল সরকার, প্রফেঃ নিরুপম আচার্য, কবি দীননাথ গোলদার, সঙ্গীত শিল্পী প্রদীপ ঘোষ, কবি মফিজুল ইসলাম, রাখি পাইক, মোঃ মুরসালীন হক ও সাহিত্য গোষ্ঠীটির প্রতিষ্ঠাতা সত্যজিৎ কুমার আড়ি প্রমুখ।

দাওয়াত الدعوة

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ৮ অগাস্ট, ২০২৪

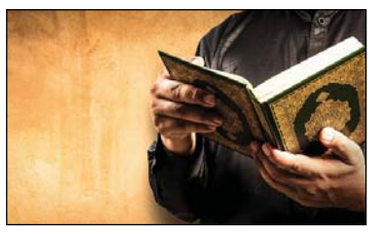

- জান্নাতে নারীরা যে বিশেষ নিয়ামত পাবেন
- দুর্নীতি আনে ধ্বংস
- ইসলাম শ্রমজীবীদের দিয়েছে অনন্য সম্মান
- কবরে সবচেয়ে বেশি আজাব হয় যেসব কারণে

জান্নাতে নারীরা যে বিশেষ নিয়ামত পাবেন

মাইমুনা আক্তার

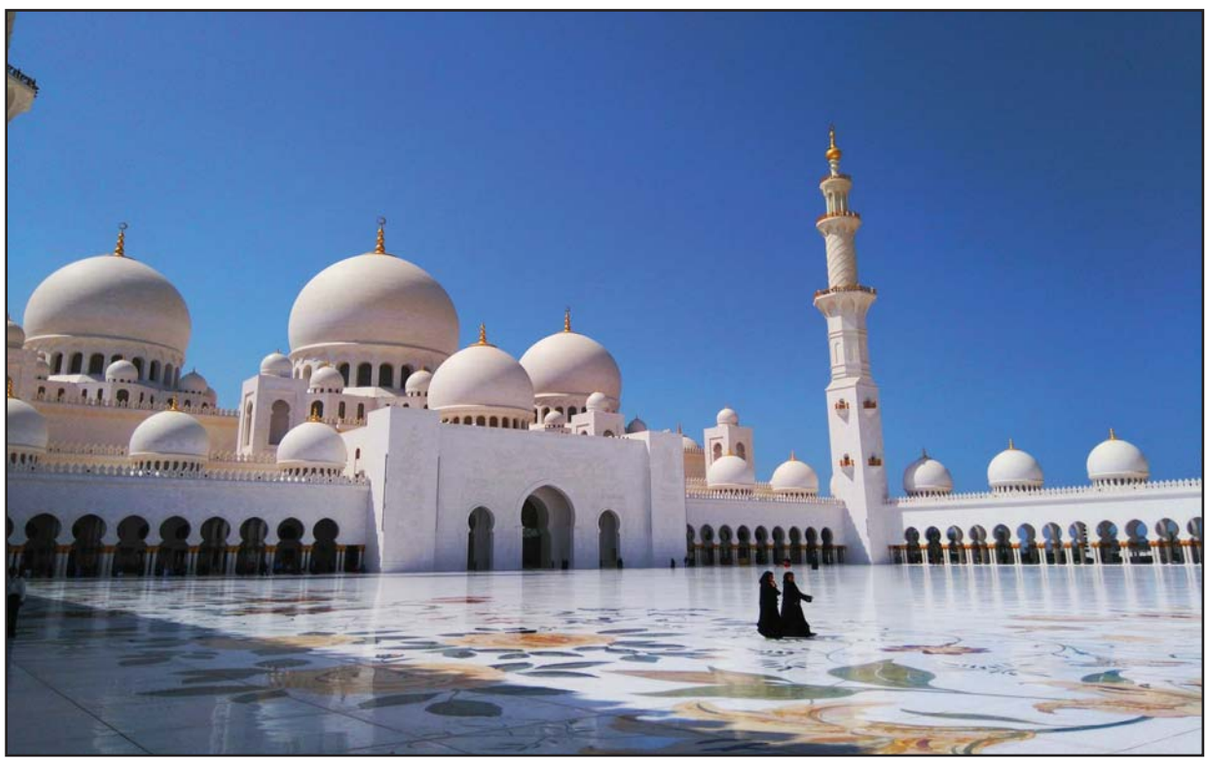

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, নবীজি সা.-এর সুন্নত মোতাবেক জীবন গঠন করবে, সে পরকালে জান্নাতের আশা রাখতে পারে—চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোনো পুরুষ অথবা নারী আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেওয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।’ (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৯৫)

জান্নাতের নিয়ামত, বিশেষ করে শুধু পুরুষের জন্যই নয়, বরং কুরআনে বলা হয়েছে, ‘তা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।’ (সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৩)

এখানে নারী-পুরুষের কোনো তারতম্য করা হয়নি। এর দ্বারা বোঝা যায়, মহান আল্লাহ জান্নাতে নারীদেরও বহু নিয়ামত দান করবেন।

আজ আমরা জানার চেষ্টা করব, মহান আল্লাহ জান্নাতি নারীদের কী কী দান করবেন।

চির যৌবন ও লাবণ্য পাবেন : জান্নাতি নারীরা হুরের মতো সুন্দর হবেন, তাঁদের হুরের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্য দেওয়া হবে। তাঁরা বৃদ্ধা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও জান্নাতে তাঁরা যুবতি হয়ে যাবেন। দুনিয়ায় যেমনই থাকুন, আখিরাতে অপরূপ সৌন্দর্য লাভ করবেন।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, হাসান রা. থেকে বর্ণিত, একবার এক বৃদ্ধা মহিলা নবী সা.-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বলেন, ওহে! কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, (তা শুনে) সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। নবী সা. বলেন, তাকে এ মর্মে খবর দাও যে তুমি বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। আর তাদেরকে করেছি কুমারী।’ [সূরা : ওয়াকিয়া, আয়াত : ৩৫-৩৬]। (শামায়েলে তিরমিজি, হাদিস : ১৭৯)

স্বামী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা হবেন : জান্নাতি নারীরা জান্নাতে স্বামীভক্ত হবেন, যা নারীদের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। পাশাপাশি তাঁরা তাঁদের সমবয়স্কা হবেন, যা তাঁদের মধ্যে বোঝাপড়া ও প্রেমময় সম্পর্ক দৃঢ় রাখতে সাহায্য করবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘(জান্নাতি নারী হবে) সোহাগিনী ও সমবয়সী।’ (সূরা : ওয়াকিয়া, আয়াত : ৩৭)

তাঁদের দুনিয়ার স্বামীকে পাবেন : জান্নাতি নারীদের তাঁদের দুনিয়ার স্বামী যদি জান্নাতি হন, তবে তাঁকেই স্বামী হিসেবে পাবেন, তবে সেখানে সেই স্বামীর কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে না, যা দেখে নারীদের আফসোস হতে পারে। কোনো নারীর যদি একাধিক বিয়ে হয়, তাহলে তাঁর শেষ স্বামী জান্নাতেও তাঁর স্বামী হবেন। এ জন্য হুজাইফা রা. তাঁর স্ত্রীকে বলেন, ‘তুমি যদি চাও তাহলে জান্নাতেও আমার স্ত্রী হতে পারো, তাই আমার পরে অনত্র বিয়ে কোরো না। কেননা নারীরা জান্নাতে তার শেষ স্বামীকে পাবে।’ এ জন্যই আল্লাহ তাআলা নবীপত্নীদের জন্য নবীজির ওফাতের পর অন্যত্র বিয়ে করা হারাম করেছেন। তাঁরা জান্নাতেও নবীজি সা.-এর স্ত্রী হবেন। আর যাঁরা বিয়ের আগেই দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, তাঁরা মহান আল্লাহর পছন্দের পাত্রের সঙ্গে জান্নাতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন। (বায়হাকি)

অন্য হুরদের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকবে : কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, জান্নাতে পুরুষদের কমপক্ষে ৭০টি হুর দেওয়া হবে, যাঁদের রানি হবেন দুনিয়ার স্ত্রী। কিন্তু জান্নাতি এই স্ত্রীদের নিজেদের মধ্যে কোনো দূরত্ব বা ঝামেলা থাকবে না। কারণ মহান আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করানোর আগে মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র করে নেবেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আর আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ বের করে ফেলব, তারা সেখানে ভাই ভাই হয়ে আসনে মুখোমুখি বসবে।’ (সূরা : হিজর, আয়াত : ৪৭)

এখানে আয়াতের দ্বারা শুধু পুরুষ উদ্দেশ্য নয়, বরং সব জান্নাতি উদ্দেশ্য। জান্নাতে প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের মায়া ও ভালোবাসা থাকবে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে,

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, যে দল প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুতু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না, মলমূত্র ত্যাগ করবে না। সেখানে তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের; তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধি কাষ্ঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের মতো সুগন্ধময় হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দুজন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের কারণে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সবার অন্তর এক অন্তরের মতো হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করতে থাকবে। (বুখারি, হাদিস : ৩২৪৫)

পূর্ণ চারিত্রিক পবিত্রতা : জান্নাতের নারীরা চরিত্রের দিক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হবেন, তাঁদের মনে স্বামী ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না। তাঁরা কখনো অন্যের স্বামীর দিকে দৃষ্টিও দেবেন না। জান্নাতি হুরদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, ‘সেখানে থাকবে সতীসাধ্বী সংযত-নয়না কুমারীরা, পূর্বে যাদের স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ বা কোনো জিন।’ (সূরা : আর রহমান, আয়াত : ৫৬)

এর থেকে বোঝা যায়, দুনিয়ার যে স্ত্রী জান্নাতি হুরদের সর্দার হবেন, তাঁরাও পূর্ণ সতীসাধ্বী হবেন। তাঁদের অন্তরে কখনো একাধিক পুরুষপ্রাপ্তির আশা জাগবে না।

জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব

ফেরদৌস ফয়সাল

একা নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতে নামাজ আদায় করার গুরুত্ব অনেক বেশি। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, জামাতে নামাজ আদায় করা একাকী নামাজ আদায় করার চেয়ে ২৭ গুণ বেশি সওয়াবের। (বুখারি, হাদিস: ৬৪৫; মুসলিম, হাদিস: ৬৪০)

জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজিবও বটে। বিনা কারণে জামাত ছেড়ে দেওয়া বড় পাপ। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আর তোমরা নামাজ কায়েম করো ও জাকাত দাও এবং আর যারা রুকু দেয় তাদের সঙ্গে রুকু দাও। (সুরা বাকারা, আয়াত: ৪৩)

পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাই জামাতে নামাজ না পড়ে গুনাহগার হওয়া এবং অসীম সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া একজন মুমিনের জন্য শোভন নয়। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘আজান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে যে কী মর্যাদা আছে, তা যদি মানুষ জানতে পারত, তাহলে তা পাওয়ার জন্য তারা প্রয়োজনবোধে লটারি করত। দুপুরের নামাজের যে মর্যাদা আছে, তা যদি তারা জানতে পারত, তাহলে তারা এটা লাভ করার জন্য প্রতিযোগিতায় লেগে যেত। এশা ও ফজরের নামাজের মধ্যে যে (তাদের জন্য) কী মর্যাদা রয়েছে, তা যদি জানতে পারত, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এসে নামাজে উপস্থিত হতো।’ (মুসলিম, হাদিস: ৮৬৭)

আল্লাহ বলেন, ‘এবং (হে নবী,) আপনি যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকেন ও তাদের নামাজ পড়ান, তখন (শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার সময় তার নিয়ম এই যে) মুসলিমদের একটি দল আপনার সঙ্গে দাঁড়াবে এবং নিজেদের অস্ত্র সঙ্গে রাখবে। অতঃপর তারা যখন সেজদা করে নেবে, তখন তারা তোমাদের পেছনে চলে যাবে এবং অন্য দল, যারা এখনো নামাজ পড়েনি, সামনে এসে যাবে এবং তারা আপনার সঙ্গে নামাজ পড়বে। তারাও নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ ও অস্ত্র সঙ্গে রাখবে।’ (সুরা নিসা, আয়াত: ১০২)

যুদ্ধের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহ জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ার তাগিদ দিয়েছেন। মহানবী (স.) জামাতে নামাজ আদায়ে গাফিলতির ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘যে ব্যক্তি আজান শুনল এবং তার কোনো অপারগতা না থাকা সত্ত্বেও জামাতে উপস্থিত হলো না, তার সালাত হবে না।’ (ইবনে মাজাহ: ৭৯৩)

নৈতিকতা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

ইবরাহীম আল খলীল

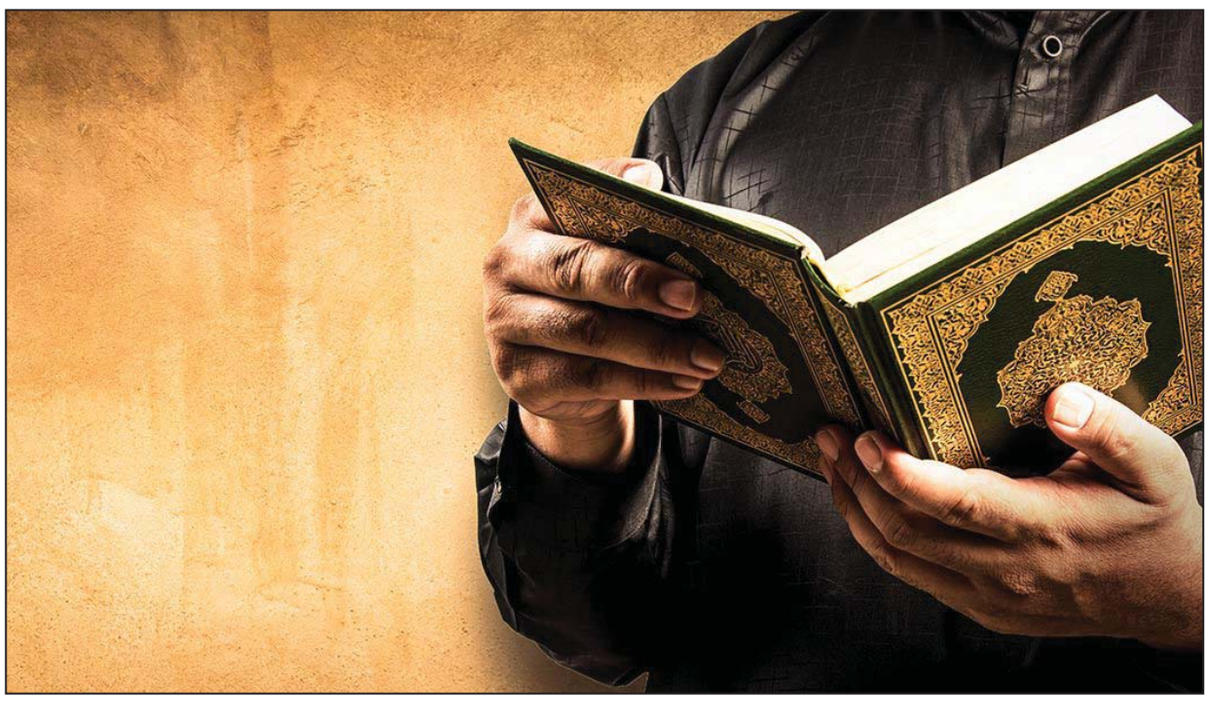

নৈতিকতা মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চালচলন, ওঠাবসা, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, সব কিছুই যখন প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য হয়, তখন তাকে নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে। ন্যায়নীতি ও উত্তম চরিত্র ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। চারিত্রিক সৌন্দর্য অর্জন না করে ইমানের সৌন্দর্য অর্জন করা সম্ভব নয় এবং নিজে যেমন হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি অন্যকেও হিদায়াতের দাওয়াত দেওয়া সম্ভব নয়।

এ কারণে মহান আল্লাহ তাঁর রাসুলকে সর্বোত্কৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।’ (সূরা কলম, আয়াত : ৪)

ইসলামে নীতি ও নৈতিকতা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নীতিবান মানুষের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে বিশেষ পুরস্কার।

নৈতিক ও চারিত্রিক উত্কর্ষ অর্জনের মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। তাদের মহান আল্লাহ এতই ভালোবাসেন যে তাদের দিনের বেলায় রোজা ও রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের সমপরিমাণ মর্যাদা দান করেন। আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মুমিন তার ভালো চরিত্রের মাধ্যমে (দিনের) সাওম পালনকারী ও (রাতের) তাহাজ্জুদ আদায়কারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৯৮)

মানুষের নৈতিকতা ও চরিত্রকে সুন্দর ও মার্জিত করার বিষয়টা ইসলাম যে কত গুরুত্ব দিয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না।

ইসলাম ও নৈতিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও অবিচ্ছেদ্য। ইসলাম থেকে নৈতিকতাকে আড়াল করা যায় না। ইসলামের মতে প্রথম নবী আদম (আ.) থেকে শুরু করে সব নবী-রাসুলই নৈতিকতার শিক্ষা প্রচার করেছেন। তাঁরা সবাই ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল এসেছেন, তাঁরা সবাই নিজ নিজ জাতির চরিত্র সংশোধন করেছেন। তাঁদের নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা ও মাপকাঠি হলো নৈতিক চরিত্র। মহানবী সা. বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যার চরিত্র উত্তম।’ (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

অপরদিকে হালাল উপায়ে উপার্জন করা ফরজ এবং হারাম, অনৈতিক ও অবৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বা উপার্জন করা হারাম। অবৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে অর্থসম্পদ হাসিল করা হয়, তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। তার দোয়াও কবুল হয় না। এমনকি এ অবৈধ সম্পদ দ্বারা কোনো নেক কাজ করলে তাও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। সর্বোপরি উপরোক্ত ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে রাসুলরা, তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার করো ও সত্কর্ম করো; তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবহিত।’ (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৫১)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, ‘হে মুমিনরা, আমি তোমাদের যে হালাল রিজিক দান করেছি তা থেকে আহার করো।’ (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৭২)

অনৈতিকতা ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে, নৈতিকতার শিক্ষা সমাজে ব্যাপক করতে হবে। নৈতিকতার শিক্ষা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। এ জন্য সমাজের প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতে হবে। জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। কারণ যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, তার মধ্যে নৈতিকতা নেই। আর যার মধ্যে নৈতিকতা নেই, সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যা অর্জন করলে তার জীবন সুন্দর ও উন্নত হয়। এর মাধ্যমে সে অর্জন করে সম্মান ও মর্যাদা। ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া।

লাগামহীন ও চরিত্রহীন মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের হৃদয় আছে উপলব্ধি করে না, চোখ আছে দেখে না, কান আছে শোনে না, এরা হলো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট।

আর এরাই হলো গাফিল।’ (সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭৯)

মানবজীবনে নৈতিকতা ও সচ্চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। পার্থিব সুখ-শান্তি যেমন সচ্চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল, তেমনই পারলৌকিক মুক্তিও এতে নিহিত। চরিত্রবান ব্যক্তি যেমন আল্লাহ ও রাসুলের পছন্দনীয়, তেমনই সমাজের সবাই তাকে ভালোবাসেন। সমাজকে সুন্দর ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে নৈতিকতা ও সচ্চরিত্রের বিকল্প নেই।

তাই আসুন, আমরা নৈতিকতাবহির্ভূত কাজ থেকে বিরত থাকি। অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করা বন্ধ করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমিন

ইসলাম শ্রমজীবীদের দিয়েছে অনন্য সম্মান

আবদুর রশিদ

মহান আল্লাহ সুরা বালাদের ৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন, ‘নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রমনির্ভর করে।’ একজন শ্রমিক তার শ্রম বিক্রি করে জীবিকার প্রত্যাশায়। শ্রমের মূল্য সে যাতে প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে পায় এমনটিই নিশ্চিত করা হয়েছে ইসলামের বিধানে। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ, ‘শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি পরিশোধ কর।’ ইবনে মাজাহ। ইসলাম মালিককে শ্রমিকদের প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় দিতে নির্দেশ দিয়েছে। মহানবী সা. বলেছেন, ‘শ্রমিককে তার সামর্থ্যরে চেয়ে বেশি কাজ দিও না। যদি কখনো এমনটি করতেই হয় তবে তুমি নিজে তাকে সহযোগিতা করবে।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, ‘কিয়ামতের ময়দানে আমি ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা করব যে শ্রমিকের কাছ থেকে পূর্ণ কাজ বুঝে নিল কিন্তু তাকে তার মজুরি দিল না।’ মুসলিম।

ইসলামে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের কোনো পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। যে কারণে শ্রমজীবীদের কোনোভাবেই অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। ইসলামে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তাকওয়ার নিরিখে; ধনসম্পদ কিংবা পদমর্যাদার ভিত্তিতে নয়। শ্রমের মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান অতুলনীয়। মানব জাতির গাইডলাইন আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান করবে।’ সুরা জুমা, আয়াত ১০। পরিশ্রমের দ্বারা যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের আল্লাহর বন্ধু অভিহিত করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদাকে আকাশছোঁয়া করা হয়েছে এ অভিধার মাধ্যমে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারের জন্য নিজে পানি বহন করতেন। নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন। মসজিদ নির্মাণ, পরিখা খননসহ সামাজিক কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহর নবীর শ্রমের মাধ্যমে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে শ্রমিক নিয়োগ দিতে নিষেধ করেছেন। নাসায়ি। শ্রমজীবীদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটা দরদি ছিলেন তার প্রমাণ মেলে বায়হাকির একটি হাদিসে। জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ‘আমার খাদেম (গৃহপরিচারক) আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও অন্যায় করে, (এখন আমি তার সঙ্গে কেমন আচরণ করব?) উত্তরে তিনি বললেন, দৈনিক তাকে সত্তরবার ক্ষমা করবে।’ হজরত আবু মাসউদ রা. বলেন, ‘একদা আমি আমার কাজের লোককে চাবুক দ্বারা প্রহার করছিলাম। এমন সময় পেছন থেকে কে যেন রাগের স্বরে আমার নাম ধরে ডাকছিল, হে আবু মাসউদ! হে আবু মাসউদ! প্রচন্ড রাগত স্বরের কারণে আমি বুঝতে পারিনি কে আমাকে ডাকছে। কাছে আসার পর দেখলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন। এরপর আমাকে বললেন, আবু মাসউদ! তুমি এই শ্রমিকের ওপর যতটা শক্তিশালী, মহান আল্লাহ কিন্তু তোমার ওপর তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী।’ ইসলামে শ্রমে নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিকের যোগ্যতা, সক্ষমতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘অধীনদের জন্য খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে, তাদের ওপর সাধ্যাতীত কাজ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।’ মুসলিম। সোজা কথায় কোনো শ্রমিকের ওপর সাধ্যাতীত কাজ চাপানো ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

দুর্নীতি আনে ধ্বংস

আবদুল্লাহ নুর

দুর্নীতির আরবি প্রতিশব্দ ফাসাদ। দ্বীন ও নীতিবিরোধী কাজকেই দুর্নীতি বলে। আর দুর্নীতির কারণে ধ্বংস হয়ে যায় একটি সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র। তাই আল্লাহ কুরআনে পূর্বেকার লোকদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বারবার সতর্ক করে বলেছেন- 'যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং বড় বেশি দুর্নীতি করেছে, তখন তাদের ওপর তোমার প্রভু শাস্তির কশাঘাত হানলেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক গভীরভাবে তোমাদের পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।' (সূরা ফজর : ১১-১৪)

অন্যের সম্পদ ভক্ষণ নিষিদ্ধ : প্রত্যেক ব্যক্তিরই আলাদা সম্পদ রয়েছে। হতে পারে সেই সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বা কারো অধীনে। যার কাছে যে সম্পদ রয়েছে তা অবৈধ পন্থায় আত্মসাৎ করা অন্যায়। আল্লাহ বলেন- 'আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।' (সূরা বাকারা-১৮৮) কেউ যদি অবৈধ পন্থায় কারো সম্পদ ভক্ষণ করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত জাবির রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেন, 'এমন শরীর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম দ্বারা বর্ধিত। জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান।' (মুসনাদে আহমাদ-১৪৪৪১)

আমানতের খিয়ানত করা হারাম : কোনো বস্তুকে কারো কাছে গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। আর আমানতের দায়িত্ব যথাযথ পালনকারীকে শরিয়তে আল আমিন বা আমানতদার বলা হয়। কেউ যদি তার দায়িত্বে সুচ পরিমাণ খিয়ানত করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে সেই বস্তু নিয়েই উপস্থিত হবে। হাদিস শরিফে এমনই এসেছে, হজরত আদি ইবনে আমিরা আল-কিন্দি রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'আমি যাকে তোমাদের কোনো কাজের দায়িত্বশীল করি, এরপর সে সুচ পরিমাণ বস্তু বা তার চেয়ে বেশি সম্পদ আত্মসাৎ করল, সেটিই হবে খিয়ানত। কিয়ামতের দিন সেই বস্তু নিয়ে সে উপস্থিত হবে।' (মুসলিম-১৮৩৩)

লোভ-লালসায় ধ্বংস অনিবার্য : ইসলাম মানুষকে সব ধরনের লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ কুরআনে লোভ পরিহারকারীদের সফল মানুষ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন- 'যারা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম।' (সূরা হাশর-৯) তাই লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক দায়িত্বশীলের কর্তব্য। এক হাদিসে এসেছে, পূর্বেকার অধিকাংশ মানুষের ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল তাদের লোভ। রাসূল সা: বলেন, 'তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা এ জিনিসই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং পরস্পরকে রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে উসকিয়ে দিয়েছে। লোভ-লালসার কারণেই তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।' (মুসলিম)

বিশেষ প্রতিবেদক

ঈমানি জীবন-মৃত্যু লাভের আমল

ঈমানি জীবন-যাপন ও ঈমানি মৃত্যু লাভের অন্যতম উপায় হলো কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা। যা অনেক কঠিন এবং বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

দুনিয়াতে আমরা যা দেখি, বলা চলে তার সবই ঈমান হরণ করার আয়োজন চলছে। আর শয়তান এসব আয়োজনে ঘি ঢেলে দিচ্ছে। ঈমান হরণের এ আয়োজন থেকে মুক্তি পেতে মুমিন-মুসলমানের জন্য কিছু আমল করা জরুরি। চারদিকে এতবেশি ফেতনা যে, ঈমানের সঙ্গে সঠিকভাবে জীবন পরিচালনা করা অনেক দুষ্কর। আবার ঈমানি জীবন-যাপন করে ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়াও অনেক কঠিন কাজ। যারা ঈমানি জীবন-যাপন করতে পারে এটা তাদের জন্য অনেক বড় সাফল্যের বিষয়ও বটে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় বান্দার আমলসমূহ, এটা নির্ভর করে জীবনের শেষ অবস্থায় সে কোন আমল নিয়ে যেতে পেরেছে'।

হাদিসের আলোকে জীবনের শেষ অবস্থায় বান্দার পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে? এটার ওপর নির্ভর করবে মুমিন বান্দার আখেরাতে নাজাত ও মুক্তি।

আর এ কারণেই মুমিন বান্দা তার জীবনের শেষ অবস্থা নিয়ে সবচেয়ে বেশি পেরেশানিতে থাকে, চিন্তায় থাকে। অনেক মুমিন জীবনের শেষ অবস্থা কী হবে এ চিন্তায় অস্থির হয়ে যায়, অজ্ঞান হয়ে যায়। আর বলতে থাকে, হায়! আমার জীবনের শেষ অবস্থা কেমন যেন হয়? আমি কি ঈমান নিয়ে শেষ বিদায় নিতে পারবো? আল্লাহ না করুন, নাকি ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করব! এ চিন্তায় মুমিন থাকে অস্থির।

যা মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করবে; ঈমানি জীবন-যাপন ও ঈমানি মৃত্যুর সৌভাগ্য দান করবে, সে আমলগুলো হলো-

(১) কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা: মানুষ যখন ফেতনায় দিশেহারা হয়ে যাবে। কোনো পথ গ্রহণ করবে তা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না তখন কুরআন-সুন্নাহ-ই হবে মুক্তির একমাত্র হাতিয়ার। সে সময় যদি কেউ কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে পারে তবে সে সঠিক পথে থেকে ঈমানি জীবন-যাপন করতে পারবে এবং ঈমানি মৃত্যু লাভ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, যখন তোমরা দুটো জিনিসকে আঁকড়ে ধরবে। আর তার একটি হলো আল্লাহর কিতাব আর অন্যটি হলো তার রাসূলের সুন্নাহ'।

(২) নেক আমলের ওপর নিয়োজিত থাকা: কোনো ব্যক্তি দুনিয়াতে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, সে ওই কাজের ওপরই মৃত্যুবরণ করবে। যদি কোনো কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে তবে তার জীবনের শেষ পরিণতিও কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হবে। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেক আমল, ভালো কথা ও সুন্দর আচরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা জরুরি। এমনটি করতে পারলে জীবনের শেষ কাজটিও নেক কথা ও কাজেই শেষ হবে।

(৩) ভালো মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা: ভালো কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য ভালো মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। যারা দ্বীন, ঈমান ও কল্যাণের কথা ছাড়া অন্যায়মূলক কোনো কথা বলে না। মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলাও ঘোষণা করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (আল্লাহকে ভয় করার উপায় হিসেবে) সত্যবাদীদের সঙ্গে চলাফেরা (সুসম্পর্ক) রাখ'। আল্লাহ তাআলা সেসব সত্যবাদী লোকদের সংস্পর্শে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন যারা আল্লাহর নাফরমানি করে না। আল্লাহর নির্দেশের বাইরে চলে না। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখলেই জীবনের শেষ অবস্থা হবে সুন্দর।

(৪) ঈমানকে নবায়ন করা: হাদিসে পাকে প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কীভাবে নবায়ন করব? তিনি বললেন, বেশি বেশি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে থাক'।

(৫) বেশি বেশি মেসওয়াক করা: মৃত্যুর আগে বিশ্বনবীর শেষ আমল ছিল মেসওয়াক করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কোলে মাথা রেখে মেসওয়াক করেই ঈমানি মৃত্যু লাভ করেছিলেন। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম পরামর্শ দেন যে, বেশি বেশি মেসওয়াক মানুষের ঈমানি মৃত্যু লাভের অন্যতম উপায়।

(৬) একান্তে দোয়া করা: শেষ জীবনে যেন ঈমানি মৃত্যু হয়, আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে যেন মৃত্যু লাভ হয় সে জন্য বেশ কিছু দোয়া আছে, যেগুলো একান্তে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। দোয়াগুলো করার সময় এর অর্থ অনুধাবন করে বুঝে বুঝে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ পরিণতি ভালো হতে অনেকগুলো দোয়া শিখিয়েছেন এবং কুরআনেও অনেক দোয়া এসেছে। আর সে দোয়াগুলো হলো-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আলাম, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আলাম'।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার জানা মতে আপনার প্রতি শিরক হয় এমন ভয়াবহ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার আশ্রয় চাই। আর আমার অজান্তে ঘটে যাওয়া শিরক থেকেও ক্ষমা প্রার্থণা করি।

اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা মুছাররিফাল কুলুবি ছাররিফ কুলুবানা আলা ত্বাআতিকা'।

অর্থ: হে (মানুষের) অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে পরিবর্তন কর।' (মুসলিম, মিশকাত)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

উচ্চারণ: 'ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি ছাব্বিত কালবি আলা দিনিকা'।

অর্থ: হে (মানুষের) অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ।' (তিরমিজি, মিশকাত)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

উচ্চারণ: 'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাও ওয়া তাওয়াফফানা মুসলিমিন'।

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের ধৈর্যদান করুন এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করুন'।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

উচ্চারণ: রাব্বানা লা তুযেগ কুলুবানা বা'দা ইজ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আংতাল ওয়াহহাব'।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে ধাবিত করো না; এবং তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর; নিশ্চয় তুমিই সবকিছুর দাতা।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

উচ্চারণ: 'ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম। সিরাতাল্লাজিনা আনআমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়া লাদ্দাল্লিন'।

অর্থ: 'আমাদের সহজ সরল পথের হেদায়েত দিন। যে পথে চলা লোকদের ওপর আপনি নেয়ামত দান করেছেন। অভিশপ্ত ও গোমরাহির পথ থেকে বিরত রাখেন'।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল ফিতানি মা জাহারা মিনহা ওয়া মা বাত্বান।'

অর্থ: 'হে আল্লাহ! যে ফেতনাগুলো দেখা যায় আর যেগুলো দেখা যায় না, সব ধরনের ফেতনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই'।

ইয়া আল্লাহ! সব মুসলিম উম্মাহকে ঈমানি জীবন-যাপন ও ঈমানি মৃত্যু লাভের তাওফিক দান করুন। উল্লেখিত দিক-নির্দেশনাগুলো মেনে চলার মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালের সফলতা লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সফর মাসের ফজিলত ও আমল

বিশেষ প্রতিবেদন

আরবি হিজরি সনের ২য় মাস হলো সফর। মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা ১২টি, যা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সেই দিন থেকে চালু আছে যে দিন আল্লাহ তায়ালা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে ৪টি মাস মর্যাদাপূর্ণ। এটাই দ্বীন (এর) সহজ সরল (দাবী)'। (সূরা: আত তাওবা, আয়াত: ৩৬)

সফর (صفر) আরবি শব্দ। এর অর্থ খালি, শূন্য। মহররম মাসে যুদ্ধ বন্ধ থাকায় আরবরা এ মাসে দলে দলে যুদ্ধে যেত। ফলে তাদের ঘর খালি হয়ে যেত। আর আরবিতে 'সফরুল মাকান' বলতে এমন জায়গা বুঝায় যা মানুষ শূন্য। এজন্য এ মাসের নামকরণ করা হয় 'সফর'।

কোনো সময় বা মাসের সঙ্গে মঙ্গল-অমঙ্গলের সম্পর্ক নেই ইসলাম পূর্ব জাহেলি যুগে আরবে সফর মাস ঘিরে নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এবং এ মাসকে অশুভ মনে করা হতো। অথচ রাব্বুল আরামিন আল্লাহর সৃষ্ট প্রতিটি দিন ও মাসই অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ। কোনো সময় বা মাসের সঙ্গে মঙ্গল অমঙ্গলের সম্পর্ক নেই। ইসলামি বিশ্বাস মতে, কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভর করে মানুষের বিশ্বাস ও কর্মের ওপর। উক্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'রোগে সংক্রমিত হওয়া বলতে কিছুই নেই, কোনো কিছু অশুভ নয়। প্যাঁচার মধ্যে কুলক্ষণ নেই এবং সফর মাসেও কোনো অশুভ কিছু নেই...'। -(বুখারি: ৫৭৬৯) আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা বলল, তোমাদের কর্ম দোষের দুর্ভাগ্য তোমাদের সঙ্গেই আছে'। (সূরা: ইয়াসিন, আয়াত ১৯) অন্যত্র বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ ও অকল্যাণের পরোয়ানা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি'। (সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১৩)

অতএব কোনো বিশেষ সময়ের সঙ্গে অমঙ্গল বা অকল্যাণের সম্পর্ক নেই। তাই আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত পেতে হলে এ মাসেও বেশি বেশি ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতে মশগুল থাকা উচিত।

আল্লাহ তাআলা যাদের সফল বলেছেন

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়'। (সূরা: আসর, আয়াত: ১-৩)

অর্থাৎ কল্যাণ-অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে সেই ব্যক্তিরা নিরাপত্তা লাভ করবে, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে– ঈমান, সৎকর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশদান। তারাই এই ক্ষতির কবল থেকে মুক্ত। কেননা, মানুষের পার্থিব জীবন যেমনভাবেই অতিবাহিত হোক না কেন, মৃত্যুর পর সে চিরস্থায়ী নেয়ামত এবং জান্নাতের চিরসুখ লাভ করে ধন্য হবে।

সফর মাসের আমল

তাই সবার উচিত আল্লাহ তাআলার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে নেক আমল করা। আর প্রতি চন্দ্রমাসে নির্দিষ্ট কিছু আমল থাকে। সে আমলগুলো সফর মাসে করা যেতে পারে। যেমন ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বিজের ৩টি রোজার প্রতি যত্নশীল হওয়া।

প্রতি মাসে ৩টি রোজা পালনের কথা হাদিসে এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আ'মর ইবনে আ'স রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'প্রতি মাসে ৩টি করে সিয়াম পালন, সারা বছর ধরে সিয়াম পালনের সমান'। (বুখারি: ১১৫৯, ১৯৭৫)

এছাড়া প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখার অভ্যাস করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ২ দিন বিশেষ রোজা রাখতেন। এ বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বৃহস্পতি ও সোমবার আল্লাহ তাআলার সামনে বান্দার আমল উপস্থাপন করা হয়, তাই আমি চাই- আমার আমল পেশ করার সময় আমি যেন রোজা অবস্থায় থাকি'। (সুনানে নাসায়ী: ২৩৫৮)

সর্বোপরি ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা যথাযথ পালন করার সঙ্গে সঙ্গে নফল দান সদকার প্রতি মনোযোগী হওয়া। এবং নতুন মাসের চাঁদ দেখে দোয়া পাঠ করা। ইয়া আল্লাহ! সব মুসলিম উম্মাহকে আপনার নির্দেশিত প্রতিটি আমল শিরিক ও বিদআত মুক্ত ভাবে পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

অন্যের গোপন দোষ খোঁজা নিষেধ

ফেরদৌস ফয়সাল

আল্লাহ-তাআলা বলেছেন, তোমরা অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান কোরো না। (সুরা হুজরাত, আয়াত: ১২)

কুরআনে আছে, 'যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ আর স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।' (সুরা আহযাব, আয়াত: ৫৮)

হজরত আবু হুরায়রা রা.-র বরাতে একটি হাদিসের বর্ণনা আছে। তিনি জানিয়েছেন যে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ, মন্দ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। অন্যের গোপন দোষ খুঁজে বেড়িও না, অন্যের গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অন্যের সঙ্গে (অসৎ কাজে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোরো না, পরস্পরকে হিংসা কোরো না, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, একে অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ কোরো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও–যেমনটা তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।

এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। একজন আরেকজনকে অত্যাচার কোরো না, অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিও না এবং তাকে তুচ্ছ ভেবো না। এখানে আল্লাহভীতি রয়েছে (তিনি নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।) কোনো মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ ভাবা আরেকজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্ভ্রম আর সম্পদ আরেক মুসলমানের ওপর হারাম। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দেহ আর আকার-আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।

আরেক বর্ণনায় আছে: তোমরা পরস্পরকে হিংসা কোরো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, অন্যের গোয়েন্দাগিরি কোরো না, অন্যের গোপন দোষ খুঁজে বেড়িও না, পরস্পরের পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।

অন্য আরেক বর্ণনায় আছে: তোমরা পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ কোরো না, একে অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, পরস্পর হিংসা কোরো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।

অন্য আরও একটি বর্ণনায় আছে: তোমরা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কোরো না এবং অন্যের কেনাবেচার ওপর কেনাবেচা কোরো না।

বুখারি, হাদিস: ৫,১৪৩

কবরে সবচেয়ে বেশি আজাব হয় যেসব কারণে

বিশেষ প্রতিবেদন

যার জীবন আছে তার মৃত্যুও আছে অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর মৃত্যুর পর মানুষের প্রথম ঘাটি হলো কবর। এ ঘাটি থেকেই ভালো ও মন্দ কাজের ফল ভোগ শুরু হয়। হজরত উসমান রা. বলেন, আমি নবীজি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'কবর হচ্ছে আখিরাতের প্রথম ধাপ। যে এর আজাব থেকে মুক্তি পাবে, তার জন্য পরবর্তী ধাপগুলো সহজ হয়ে যাবে। আর যে মুক্তি পাবে না, তার জন্য পরবর্তী ধাপগুলো আরো কঠিন হবে'। (তিরমিজি: ২৩০৮)

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে কবরে সবচেয়ে বেশি আজাব হয় যেসব কারণে তা উল্লেখ করা হলো-

> শিরক করা: মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক করা সবচেয়ে বড় পাপ। এ কারণে কবরে শাস্তি হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি যদি দেখতেন যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করো। আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অমূলক কথা বলতে এবং তার নিদর্শনের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে'। (সূরা: আনআম, আয়াত: ৯৩)

> কপট স্বভাব: কপট স্বভাবের ব্যক্তিরা কবরে শাস্তি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশপাশে রয়েছে তাদের কেউ কেউ মোনাফেক এবং মদিনাবাসীর মধ্যেও কেউ কেউ, তারা কপটতায় খুবই পটু, আপনি তাদের চিনেন না, আমি তাদের চিনি, আমি তাদের দুইবার শাস্তি দেব এবং পরে তাদের মহাশাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'। (সূরা: তওবা, আয়াত: ১০১)

> আল্লাহর বিধান পরিবর্তন: রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার দেওয়া বৈধ কাজকে অবৈধ মনে করা এবং অবৈধ কাজকে বৈধ মনে করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি আমর ইবনে আমির খুজাইকে তার বেরিয়ে আসা নাড়িভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলতে দেখেছি। এই ব্যক্তি প্রথম মূর্তির নামে পশু উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলন করেছিল'। (বুখারি: ৪৬২৩)

> প্রস্রাবের পর পবিত্রতা অর্জনে অবহেলা: প্রস্রাবের পর পবিত্রতা অর্জনে অনেকে অবহেলা করেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রস্রাবের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবরের আজাব হয়ে থাকে। অতএব, তোমরা যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন করো'। (তাবরানি: ১১১০৪)

> আটকে রেখে শাস্তি দেওয়া: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি জাহান্নামে ওই নারীকে দেখেছি যে বিড়াল বেঁধে রেখেছিল। সে বিড়ালকে খেতেও দিত না, আবার ছেড়েও দিত না- যেন সে কীটপতঙ্গ খেতে পারে। এভাবে ক্ষুধায় বিড়ালটি মারা যায়'। (মুসলিম: ৯০৪)

‘জিব্রাল্টার স্প্যানিশ’ বলায় মোরাতা-রদ্রির শাস্তি

আপনজন ডেস্ক: ‘জিব্রাল্টার স্প্যানিশ’ বলে ফেঁসে গেলেন স্পেন ফুটবল দলের অধিনায়ক আলভারো মোরাতা ও মিডফিল্ডার রদ্রি। ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা দুজনকে এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে।

স্পেনের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশপথে অবস্থিত জিব্রাল্টার যুক্তরাজ্যের ভূমি। গত ১৫ জুলাই স্পেনের ফুটবল দল ইউরো জয়ের উদ্‌যাপনের মধ্যে ‘জিব্রাল্টার ইজ স্প্যানিশ’ বলে স্লোগান ধরেছিলেন মোরাতা ও রদ্রি।

দুই স্প্যানিশ ফুটবলার জিব্রাল্টার স্প্যানিশ বলার পর উয়েফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছিল জিব্রাল্টার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (জিএফএ)। তাঁদের বিরুদ্ধে ‘সাধারণ প্রতিপালনীয় আচরণ, শোভন আচরণের নীতিমালা ভঙ্গ, খেলাধুলার অনুষ্ঠানকে খেলাবিহীন প্রচারণার কাজে ব্যবহার, এবং ফুটবল, বিশেষ করে উয়েফার সম্মানহানি’ ধারায় অভিযোগ গঠন করে উয়েফা।

আজ অভিযোগের নিষ্পত্তি করে মোরাতা ও রদ্রির বিরুদ্ধে শাস্তির ঘোষণা দেয় মহাদেশীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর সার্বিয়ার বিপক্ষে খেলার কথা আছে স্পেনের। ম্যাচটিতে মোরাতা, রদ্রিরা খেলতে পারবেন না।

বর্তমানে রদ্রি ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি এবং মোরাতা ইতালিয়ান ক্লাব এসি মিলান নিয়ে ব্যস্ত।

২.৬ বর্গকিলোমিটার আয়তন ও ৩৪ হাজার জনসংখ্যার জিব্রাল্টার ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাজ্যের অধীন। ১৭১৩ সালে একটি যুদ্ধের পর ভূখণ্ডটি যুক্তরাজ্যকে হস্তান্তর করে স্পেন। পরবর্তী সময়ে স্পেন জিব্রাল্টারকে ফেরত দিতে বললে সেখানে গণভোটের আয়োজন করা হয়। দুই দফার গণভোটেই জিব্রাল্টারের মানুষ যুক্তরাজ্যের অংশ হয়ে থাকার পক্ষে মত দেয়। জিব্রাল্টার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ২০১৩ সালে উয়েফার সদস্যপদ লাভ করে।

অলিম্পিক থেকে ভিনেশ বাতিল, উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: সকালেই খবর করেছিলাম যে অলিম্পিকের ইতিহাসে নতুন নজির হরতে চলেছে ভিনেশ। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে অলিম্পিকে কুস্তির ফাইনালে পৌঁছান তিনি। মঙ্গলবার রাতে মহিলাদের ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইলে সেমিফাইনালে কিউবার ইউসনেলিসকে হারিয়ে তিনি ফাইনালে ওঠেন। তার পরেই দুসংবাদ। খবর তাঁকে ফাইনাল থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সেই ঘটনায় ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার প্রেসিডেন্ট পিটি উষাকে ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানতে চান বিস্তারিত খবর। উষার কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, ঠিক কী ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত কী কী করতে পারে, সেটাও জানতে চান মোদী। প্রধানমন্ত্রী এটাও বলেন, এই শাস্তির বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানালে যদি ফোগাটের কোনও লাভ হয়, তা হলে সেটাও যেন করা হয়। ফোগেটের এই সংবাদে সম্পূর্ণ হতাশ ভারতবাসী।

জানা গিয়েছে, বিনেশকে ফাইনাল থেকে বাতিল করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে। বিনেশ মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগের কুস্তিতে ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু বুধবার তাঁর ওজন ৫০ কেজি থেকে প্রায় ১০০ গ্রাম বেশি বলে জানা যায়। তখনই প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাসিত করা হয় বিনেশকে। বুধবার সকালে বিনেশের বাতিল হওয়ার কথা প্রকাশ্যে আসতেই সমাজমাধ্যমে কুস্তিগিরের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন মোদী। তিনি লেখেন, “বিনেশ, তুমি চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন। তুমি ভারতের গর্ব। প্রতিটি ভারতীয়ের অনুপ্রেরণা। আজকের ঘটনাটা বেদনাদায়ক।”

বুধবার ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘‘অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে, কুস্তিতে মহিলাদের ৫০ কেজির ফাইনাল থেকে বিনেশ ফোগাট বাতিল হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে সারা রাত ধরে চেষ্টা করা হয়েছিল বাড়তি ওজন কমানোর। কিন্তু আজ সকালে ৫০ কেজির থেকে কিছু গ্রাম বেশি ওজন হয়েছে ওর।

অলিম্পিককে কোকাকোলার সঙ্গ ছাড়তে বললেন স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা

আপনজন ডেস্ক: কোমল পানীয় প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কোকাকোলার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের জন্য প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দুজন স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ। তাঁদের যুক্তি, অলিম্পিকের সঙ্গে বিশাল অঙ্কের স্পনসর চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের চিনিসমৃদ্ধ অস্বাস্থ্যকর পানীয়কে ‘স্পোর্টসওয়াশ’ করছে। স্পোর্টসওয়াশ–শব্দটি সাম্প্রতিক সময়ে খেলাধুলার জগতে বেশ আলোচিত। কোনো ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান বা যে কেউ যখন খেলাধুলাকে ব্যবহার করে নিজেদের ইমেজ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে, তখন তাকে ‘স্পোর্টসওয়াশ’ বলা হয়। প্যারিস অলিম্পিকের ইভেন্টগুলোয় কোকাকোলার বিজ্ঞাপন সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯২৮ সাল থেকে অলিম্পিকের স্পনসর।

বৈশ্বিক স্বাস্থ্য গোষ্ঠী ‘ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস’-এর দুই বিশেষজ্ঞ ট্রিশ কটার ও সান্দ্রা মুলিনের যুক্তি, কোকাকোলার চিনিসমৃদ্ধ পানীয়তে পুষ্টি ‘খুবই কম কিংবা নেই’। এমন অস্বাস্থ্যকর পানীয়র খেলাধুলায় কোনো জায়গা নেই বলেই মনে করেন তাঁরা। বিএমজে গ্লোবাল হেলথ জার্নালে লেখা নিবন্ধে তাঁরা

দাবি করেন, বৈশ্বিকভাবে মানুষের গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যার মূলে রয়েছে চিনিসমৃদ্ধ এই পানীয়। এতে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ থেকে হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যাও হতে পারে। দুই বিশেষজ্ঞ আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক থেকে সৃষ্টি হওয়া দূষণেও দায় রয়েছে কোকাকোলার। এ ছাড়া গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন এবং প্রচুর পানির ব্যবহারের জন্যও কোকাকোলাকে অভিযুক্ত করেছেন তাঁরা। নিবন্ধে তাঁরা লিখেছেন, ‘কোকাকোলার সঙ্গে সম্পৃক্ততা ধরে রেখে অলিম্পিক মুভমেন্ট বৈশ্বিক পুষ্টিহীনতা, পরিবেশগত বিপর্যয় ও জলবায়ু পাল্টানোয় অবৈধ কাজের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা রাখার ঝুঁকি নিচ্ছে। অ্যাথলেট, দর্শক এবং এই গ্রহের কথা ভেবে কোকাকোলার সঙ্গে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) সম্পর্কচ্ছেদের এখনই সময়।’

কোকাকোলা এ বিষয়ে বার্তা সংস্থা এএফপির কাছে কোনো মন্তব্য করেনি। ২০২০ সালে অলিম্পিকের সঙ্গে পথচলার মেয়াদ বাড়াতে ৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের যৌথ চুক্তি করে। এই চুক্তির মেয়াদ ২০৩২ সাল পর্যন্ত। কটার ও মুলিন জানিয়েছেন, গত বছর অন্য যেকোনো ব্র্যান্ডের তুলনায় বেশি খেলাধুলাসম্পর্কিত স্পনসরশিপ চুক্তি করেছে কোকাকোলা।

খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান নাইকিও তাদের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। দুই বিশেষজ্ঞের নিবন্ধে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে, ‘এই কৌশল একটি অস্বাস্থ্যকর পণ্যের “স্পোর্টসওয়াশ” এর মাধ্যমে সোনার পদক জয়ের সুযোগ।’

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) চিনিজাত বিভিন্ন পানীয়ের ওপর কর আরোপের আহ্বান জানিয়েছে দেশগুলোর প্রতি। প্যারিস অলিম্পিক শুরুর আগে ‘কিক বিগ সোডা আউট অব স্পোর্ট’ নামে একটি পিটিশন চালু করা হয়েছিল। সেখানে এই দাবির পক্ষে ১ লাখ ৯ হাজারের বেশি সই পড়েছে। ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি ফাউন্ডেশনসহ আরও কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠান এই পিটিশনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।

২৭ বছর পর ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয় শ্রীলঙ্কার

আপনজন ডেস্ক: ১ উইকেটে ১৭১ রান থেকে ৫০ ওভার শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৪৮ রান–শ্রীলঙ্কা নিশ্চয়ই আফসোস করেছে আরও বড় স্কোর গড়তে না পারায়। তবে কলম্বোয় সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচটি স্বাগতিকেরা জিতেছে ১১০ রানের বড় ব্যবধানে। তাতে নিজেদের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় ও ১৯৯৭ সালের পর প্রথমবার দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে লঙ্কানরা।

এক সময় দুদল নিয়মিতই খেলত দ্বিপক্ষীয় সিরিজ, তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেটি কমে এসেছে বেশ। সব মিলিয়ে দুদলের এটি ছিল ২১তম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। এর আগে শ্রীলঙ্কা জিতেছিল মাত্র দুবার–১৯৯৩ ও ১৯৯৭ সালে। সিরিজ ড্র হয়েছে তিন বার।

প্রথম ম্যাচ টাই হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে নাটকীয় জয় পায় শ্রীলঙ্কা। আজ শেষ ম্যাচে ব্যাটিংয়ে তাদের শুরুটা হয় বেশ ভালো। পাতুম নিশাঙ্কা ও আভিস্কা ফার্নান্ডোর ওপেনিং জুটিতেই আসে ৮৯ রান। ৬৫ বলে ৪৫ রান করে নিশাঙ্কা ফেরার পর কুশল মেন্ডিসের সঙ্গে আভিস্কার জুটিতে আসে আরও ৮২ রান।

এরপরই শ্রীলঙ্কা ইনিংসে নামে ধস। ২৮ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে বসে তারা। যার শুরুটা হয় আভিস্কার উইকেট দিয়ে। অভিষিক্ত রিয়ান পরাগের বলে সেঞ্চুরি থেকে ৪ রান দূরে এলবিডব্লু হন তিনি। একদিকে কুশল মেন্ডিস (৮২ বলে ৫৯) অবশ্য টিকে ছিলেন, আরেক মেন্ডিস, কামিন্দুর সঙ্গে শ্রীলঙ্কাকে ২৫০-এর কাছে নিয়ে যান। কামিন্দু করেন ১৯ বলে ২৩ রান। পরাগ নেন ৩ উইকেট।

ভারতের রান তাড়ায় আরেকবার ঝোড়ো শুরু করেন রোহিত শর্মা, তবে অন্যদিকে ধীর গতির ছিলেন শুবমান গিল। পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বলে তিনি যখন আউট হন, ভারত তার আগেই তুলে ফেলে ৩৭ রান। রোহিতও বেশিক্ষণ থাকেননি আর। ভারত এরপর উইকেট হারিয়েছে নিয়মিত। টপ অর্ডারে কেউ স্কোর বড় করতে পারেননি, মিডল অর্ডারেও দাঁড়াতে পারেননি কেউ। রোহিতের ২০ বলে ৩৫ রানই হয়ে থেকেছে ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ স্কোর।

আগের ম্যাচে ভারতের মূল ক্ষতিটা করেছিলেন জেফরি ভ্যান্ডারসে, এবার দুনিত ভেল্লালাগের কবলে পড়ে দলটি। ২১ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার ২৭ রানে নেন ৫ উইকেট, আউট করেন রোহিত-বিরাট কোহলি দুজনকেই। কুলদীপ যাদবকে এলবিডব্লু করে শ্রীলঙ্কার জয় ও নিজের ৫ উইকেট নিশ্চিত করেন তিনি। ভারতের রিভিউ বাকি থাকলে সে উইকেট না-ও পেতে পারতেন ভেল্লালাগে, তবে তাতে আসলে শেষ পর্যন্ত কিছু যায় আসতও না।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

শ্রীলঙ্কা: ৫০ ওভারে ২৪৮/৭ (আভিস্কা ৯৬, কুশল ৫৯, নিশাঙ্কা ৪৫; পরাগ ৩/৫৪, সুন্দর ১/২৯, কুলদীপ ১/৩৬)।

ভারত: ২৬.১ ওভারে ১৩৮ (রোহিত ৩৫, সুন্দর ৩০, কোহলি ২০; ভেল্লালাগে ৫/২৭, ভ্যান্ডারসে ২/৩৪, তিকশানা ২/৪৫)।

ফল: শ্রীলঙ্কা ১১০ রানে জয়ী।

সিরিজ: তিন ম্যাচে সিরিজে শ্রীলঙ্কা ২-০-তে জয়ী

পুলিশের গুলিতে আহত বাংলাদেশের ডিফেন্ডার

আপনজন ডেস্ক: পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন টুটুল হোসেন বাদশা। গতকাল নিজেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় দলের এই ডিফেন্ডার।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় দেশের পরিস্থিতি ছিল উত্তাল। সাধারণ শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে তাই পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এ সময় নিজ বাসার সামনে

অবস্থান করা বাদশার চোখের ওপরে এসে গুলি লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় চোটাক্রান্তর ছবি দিয়ে বাংলাদেশি ডিফেন্ডার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, ‘আনুমানিক রাত ৯ ঘটিকায় এলোপাতাড়িভাবে পুলিশ বাহিনী গুলি ছোড়ে। আমি আমার বাসার সামনে অবস্থান করছিলাম। সেই সময় আমার চোখের ওপরে এসে একটি গুলি লাগে।’

খুব শিগরিই যেন সুস্থ হতে পারেন সে জন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন টুটুল। তিনি লিখেছেন,‘ সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। যাই হোক একটা প্রশ্ন থেকেই গেল। সময় হলে সেই বিষয়ে কথা হবে।

২৯ মাস পর শীর্ষ তিনে রোহিত শর্মা

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ আট মাস পর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ওয়ানডেতে ফিরেছেন রোহিত শর্মা। সর্বশেষ গত নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটি তার শেষ ওয়ানডে ছিল। দীর্ঘদিন পর নামলেও ব্যাটিং ছন্দটা ঠিকই ধরে রেখেছেন ভারতীয় অধিনায়ক। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডেতে ফিফটি করেছেন রোহিত। তবে দলকে জেতাতে পারেননি। প্রথম ম্যাচ টাই হওয়ার পর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারত হেরে গেছে। আজ সিরিজে সমতা ফেরাতে তৃতীয় ওয়ানডেতে খেলতে নেমেছে তারা। দলের জয়ে তার ইনিংস কাজে না এলেও ব্যক্তিগত কাজে এসেছে।

আজ আইসিসির প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে সুখবর পেয়েছেন রোহিত। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট ১২২ রান করে এক ধাপ এগিয়ে ৩ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। দীর্ঘ ২৯ মাস পর প্রথমবারের মতো শীর্ষ তিনে জায়গা পেয়েছেন ‘হিটম্যান’ খ্যাত ব্যাটার। সর্বশেষ ২০২২ সালে ফেব্রুয়ারিতে শীর্ষ তিনে ছিলেন।

তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে চারে নেমে গেছেন বিরাট কোহলি। এতে করে শীর্ষে থাকা পাকিস্তানি ব্যাটার বাবর আজমের (৮২৪ রেটিং পয়েন্ট) সঙ্গে রোহিতের (৭৬৩) ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ৬১। দুজনের মাঝে ৭৮২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ২ নম্বরে আছেন শুভমান গিল। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার ব্যাটারজনিত লিয়ানাগে ১০ ধাপ এগিয়ে ৭৬ নম্বরে উঠে এসেছেন। বোলিংয়ে দুই ওয়ানডে মিলিয়ে ৫ উইকেট নিয়ে ৫ ধাপ উন্নতি হয়েছে কুলদীপ যাদবের। বর্তমানে ৪ নম্বরে আছেন ভারতীয় চায়নাম্যান। ম্যাচ না খেলেও এক ধাপ উন্নতি হয়েছে সাকিব আল হাসানের।

শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবে লুটপাট, ধ্বংসযজ্ঞ

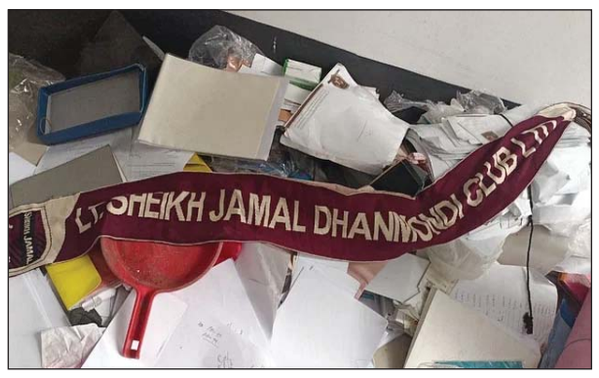

আপনজন ডেস্ক: শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশব্যাপী চলছে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না এমনকি দেশের শীর্ষ ক্লাবগুলোও।সরকার পতনের দিন গত সোমবার বিকেলে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয় ঐতিহ্যবাহী আবাহনী ক্লাবকে। একই দিনে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে ধানমন্ডিরই শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবেও। সেখানেও হয়েছে লুটপাট। গতকাল এক দল দুর্বৃত্ত আবারও ক্লাবটিতে ভাঙচুর চালায়।

ওবিসি মামলায় কপিল

▶ *প্রথম পাতার পর*

‘প্রগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অফ বেঙ্গল’-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মানাজাত আলি এই মর্মে মঙ্গলবার চিঠি লিখেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

চিঠিতে রাজ্য সরকারের পক্ষে ভাল আইনজীবী দাঁড় না করালে মামলায় হারের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। ওই সংগঠনের পক্ষে চিঠিতে তাই ‘ওবিসি সংরক্ষণ মামলায় সুপ্রিমকোর্টে ভালো উকিল নিয়োগ’ করার আবেদন জানানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘দীর্ঘদিন বামশাসনে করালগ্রস্ত বাংলার মুসলিম সমাজ ভারতবর্ষের অন্যতম পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। পশ্চাদপদ মুসলিমদের একটি অংশকে রিজার্ভেশন দেওয়ার কারণে মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে সরকারি চাকরি-বাকরিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

হাইকোর্টের রায়ের পর মুসলিম সমাজ খুবই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। গত ৫ই আগস্ট সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ইন্দিরা জয়সিং জি-কে নিয়োগ করা হয়েছিল। যদিও বিপক্ষে তরফ থেকে এক ঝাঁক সিনিয়র এবং সর্বোচ্চ মানের অ্যাডভোকেট নিয়োগ করা হয়। এমতাবস্থায় এই মামলায় রাজ্য সরকারের জেতার আশা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে প্রায় তিন কোটি জনসংখ্যার মুসলিম সমাজে। রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের বিশেষভাবে আবেদন, আগামী হেয়ারিংয়ে অভিষেক মনু সিংভি, কপিল সিব্বল প্রমুখের ন্যায় প্রথম সারির অ্যাডভোকেটদের সুপ্রিম কোর্টে নিযুক্ত করা হোক এবং এই মামলায় জয় পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ স্তরের চেষ্টা করা হোক। সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ ও অ্যাডভোকেটের ব্যবস্থাপনা মুসলিম সমাজের মধ্যে ভয়ংকর অবিশ্বাস ও অনাস্থার জন্ম দিচ্ছে। এই অনাস্থার প্রতিফলন কোনওভাবে নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছে গেলে ফ্যাসিস্ট শক্তির হাত মজবুত হবে। বিষয়টার গুরুত্ব অনুধাবন করে আপনার কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ সর্বোচ্চ মানের একাধিক অ্যাডভোকেট নিয়োগ করে এই মামলায় জেতার জন্য সব রকমের চেষ্টা করা হোক।’

ফ্লাওয়ারকে ইংল্যান্ডের কোচ হিসেবে চান নাসের

আপনজন ডেস্ক: অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে ‘সিরিয়াল উইনার’ বা ক্রমিক বিজয়ী উল্লেখ করে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেইন তাঁকে ইংল্যান্ডের সীমিত ওভার কোচ করার পক্ষে কথা বলেছেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের সাদা বলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ম্যাথু মট।

২০০৭ সালে সহকারী কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০০৯ সালে ইংল্যান্ডের প্রধান কোচ হন জিম্বাবুয়ের সাবেক উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ফ্লাওয়ার। তাঁর সময়ে অ্যাশেজের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো কোনো বিশ্বকাপ জেতে ইংল্যান্ড–২০১০ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পরে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষেও আসে দলটি। ২০১৪ সালে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া ফ্লাওয়ার এখন ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট দ্য হানড্রেডে ট্রেন্ট রকেটসের দায়িত্বে আছেন। তাঁকেই ইংল্যান্ডের পরবর্তী কোচ হিসেবে উপযুক্ত মনে হচ্ছে নাসেরের। স্কাই স্পোর্টসের ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা

নাসের সম্প্রতি পিএ নিউজ এজেন্সিকে বলেছেন, ‘বেশ কয়েকজন ভালো প্রার্থী আছে। কুমার সাঙ্গাকারা আছে, অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার আছে–যে একজন “সিরিয়াল উইনার”। সেটা ইংল্যান্ডে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে।’ এর আগে ভিন্ন একটা সময়ে কাজ করে যাওয়া কারও কাছে ফিরে যাওয়া উচিত হবে কি না, সে প্রসঙ্গে নাসের বলেছেন, ‘কেউ বলবে এটা পশ্চাৎমুখিতা, (তারা বলবে)–ফিরে যেও না, একজন সাবেক ইংল্যান্ড কোচের কাছে ফিরে যেও না। তবে আমার মনে হয় অ্যান্ডি এগিয়েছে অনেকটাই।’ ফ্লাওয়ারের সময়ে সাবেক অধিনায়ক কেভিন পিটারসেনের আইপিএলে খেলার ব্যাপারে বেশ আলোচনা ছিল। এ নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে নিজেই কাজ করেছেন ফ্লাওয়ার, প্রায় সব জায়গায় সফলও হয়েছেন। সেদিকে ফিরে তাকিয়ে নাসের বলেন, ‘অ্যান্ডি ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং আইপিএল-বিরোধী ছিল, তবে সেটি অনেক আগে। এখন সে বিশ্বজুড়ে কোচিং করিয়েছে, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর বেশির ভাগ জিতেছে এবং বেশ ভালো করেছে।’

নাসেরের মতে, ‘সে দারুণ একজন কোচ। তার সিভির (জীবনবৃত্তান্ত) দিকে তাকালেই বুঝবেন। রব কি যদি অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের সিভিটা বের করে দেখে, তাহলে এর চেয়ে ভালো বিকল্প হয় না। অবশ্য অ্যান্ডি যদি (ইংল্যান্ডকে কোচিং) করাতে চায়।’

ইংল্যান্ডের সাবেক এ অধিনায়কের মতে, এখন আসলে সম্ভাব্য কোচ বের করার ব্যাপার নয়। বরং এমন একজনকে খুঁজে বের করা, যে কাজটি করতে চান।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**